ভেতরে

মহম্মদ কাতিল সিদ্দিকিকে কে হত্যা করেছে? ... ২
ভানুমতীর খেল ঃ পরিবর্তন, পাহাড় ও ৩
বাথানিটোলা ২ ঃ ন্যায় বিচারের প্রহসন ... ৪
অবনতি হচ্ছে দেশের আর্থিক অবস্থার ৫
নোনাডাঙ্গার বস্তিবাসীদের ওপর তৃণমূলী হামলা ... ৬
বিহারে পূর্ণিয়ায় জমির লড়াই ... ৭

আজকের দেশব্রতী

₹ ২

পত্রিকা প্রকাশিত হয় প্রতি বৃহস্পতিবার,
পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮
বার্ষিক গ্রাহক — ১০০ টাকা
(৪৮টি সাধারণ সংখ্যা ও একটি বিশেষ সংখ্যা)
ষান্মাসিক গ্রাহক — ৫০ টাকা (২৬টি সংখ্যা)
১০টি বার্ষিক গ্রাহক একত্রে জমা দিলে
প্রতি সংখ্যায় ১টি পত্রিকা বিনামূল্যে

খণ্ড ১৯ সংখ্যা ২১ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী)-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির মুখপত্র ২১ জুন ২০১২

গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রামে সামিল হোন

ওরা যখন মারতে এসেছিল/তখন প্রতিবাদ করিনি, কারণ আমি ইহুদী নই,
ওরা যখন মারতে এসেছিল/তখনও আমি প্রতিবাদ করিনি, কারণ আমি কমিউনিস্ট নই,
তারপর ওরা যখন আমাকে মারতে এসেছিল/তখন আমার পাশে কেউ নেই ...

ফ্যাসিস্ত হামলা বা স্বৈরতন্ত্রের আগ্রাসী আক্রমণের মুখে আমাদের অনেকের মনের মধ্যে এই ধরনের ভাবনা কাজ করে। ও নিয়ে আমার না জড়ানোই ভাল, কারণ আমি তো আক্রান্ত হইনি। আমার অন্য জরুরী কাজ আছে, তা নিয়ে ব্যস্তও আছি, গণতন্ত্রের জন্য এখনই উঠে-পড়ে লাগতে হবে, এর কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। ২৬ জুন, ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলের কনভেনশন নিয়ে একজন জনপ্রিয় বুদ্ধিজীবীর সঙ্গে কথা বলার সময় তাঁরও এই মনোভাব লক্ষ্য করা গেল। স্বৈরাচার এভাবেই আমাদের মস্তিষ্ককে অন্যত্র ব্যস্ত করে রাখে, কখনও কখনও অন্য কোন উদ্দীপনায় আমাদের ভাসিয়ে নিয়ে চলে (আই পি এল সংস্কৃতি তার উদাহরণ), সেই অবসরে শাসক তার ঘুটি সাজায়। স্বৈরাচার তার হামলার স্বার্থে আমাদের স্ব স্ব কাজে 'ব্যস্ত' করে রাখে, বিভক্ত করে রাখে, 'একে স্বৈরাচার বলা হবে না কি পুরানো অন্যায়ের প্রতিক্রিয়া বলা হবে'—এই কূট তর্কে আমাদের জড়িয়ে রাখাটা স্বৈরাচারের আক্রমণ নামানোর প্রথম ছক। এভাবেই সে জমি প্রস্তুত করে। একে ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিরোধ করতে হলে স্বৈরাচারের এই ছকটাকেই প্রথম আক্রমণ হানতে হবে। এ এক লম্বা লড়াই, জনগণের স্বার্থে, তার জীবন-জীবিকা ও অস্তিত্বের স্বার্থে জনগণই গণতন্ত্রের জন্য লড়াই শুরু করেছিল বহু বহু বছর আগে।

গণতন্ত্রের দীর্ঘযাত্রা ঃ ডেমোক্রাসি (গণতন্ত্র) এই প্রাচীন গ্রীক শব্দটির দুটো অংশ ডেমস্, অর্থাৎ পিপল্ (জনগণ), ক্রাসিয়া, অর্থাৎ রুল (শাসন)—*জনগণের শাসন*। খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ-পঞ্চম শতাব্দীতে গ্রীসের নগর-রাষ্ট্র এথেনস্-এ জনগণের স্বতস্ফূর্ত *বিদ্রোহ* এমন একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থার জন্য সংগ্রাম শুরু করেছিলেন যেখানে জনগণের মতামত ও পরামর্শের ভিত্তিতে জনগণের প্রতিনিধিরা শাসন কাজ চালানোর জন্য পদক্ষেপ নেবে। প্রাচীন রোম, ইউরোপ ও আমেরিকায় বহু সংগ্রামের মধ্য দিয়ে, বিশেষত ইউরোপের

কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছে। একজন সমাজতত্ত্ববিদ অত্যন্ত সঠিকভাবেই বলেছেন, ভারতের সংবিধান-প্রদত্ত এই অধিকারগুলো *ঋণাত্মক অধিকার* (নেগেটিভ রাইটস্); অধিকারগুলো সংবিধান/আইন দ্বারা *সুরক্ষিত* নয়, যে কোন সময়ে, যে কোন অজুহাতে তাকে কেড়ে নেওয়া যায়। যেমন হয়েছিল ঘোষিত জরুরী অবস্থার দিনগুলোতে, আর প্রায়শই যা হয়ে থাকে আইন-শৃঙ্খলার অজুহাতে, জাতীয় ঐক্য ও সংহতি বিপন্নতার অজুহাতে—যেমন কাশ্মীর ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলোতে 'জাতি ও রাষ্ট্রের বিপন্নতার' অজুহাতে লাগাতার এই অধিকারগুলোকে পদদলিত করা হচ্ছে, সামরিক বাহিনীর জন্য বিশেষ রক্ষাকবচ (আফস্পা) তৈরী করে খুন-গুমের বর্বরতা এক 'স্বাভাবিক' ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মত এখন আবার 'সন্ত্রাসবাদ' দমনের নামে রাজ্যে রাজ্যে নিত্য-নতুন কালা কানুন (ইউ এ পি এ) ও আধা সামরিক সন্ত্রাস (অপারেশন গ্রীণ হান্ট, যৌথ বাহিনীর তাণ্ডব) দিয়ে সংবিধান-প্রদত্ত ঐ মৌলিক অধিকারগুলো—মত প্রকাশের স্বাধীনতা, বাক স্বাধীনতা, প্রতিবাদ ও সমাবেশ করার স্বাধীনতা ইত্যাদিকে কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। এই অর্থেই আমাদের গণতান্ত্রিক অধিকারগুলো নিরঙ্কুশ ও সুরক্ষিত (অ্যাবসোলিউট রাইটস্) নয়। সমস্ত পরিস্থিতিতেই এই অধিকারগুলো প্রাপ্য নয়। ১৯৭৫-এর ২৬ জুন জরুরী অবস্থা (এমার্জেন্সী) ঘোষণার পর এই অধিকারগুলো পরিণত হয়েছিল অচল কিছু শব্দে।

একটু পেছন ফিরে দেখা ঃ সংকট, এক সর্বব্যাপী সংকটে বেসামাল ও দিশাহারা বুর্জোয়া শ্রেণীর সবথেকে উগ্র, প্রতিক্রিয়াশীল ও হিংস্র অংশটি শাসকশ্রেণীর সংকট মোচনের নামে ২৫ জুন, ১৯৭৫ মধ্যরাত্রে *তল্পিবাহক* রাষ্ট্রপতি ফকরুদ্দিন আলি আহ্‌মেদ স্বাক্ষরিত ঐ কুখ্যাত ঘোষণাপত্র—জরুরী অবস্থা

তিনের পাতায় দেখুন

নোনাডাঙ্গাবাসীদের ওপর পুলিশের নির্মম লাঠিচার্জ

(জনগণ), ক্রাসিয়া, অর্থাৎ রুল (শাসন)—*জনগণের শাসন*। খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ-পঞ্চম শতাব্দীতে গ্রীসের নগর-রাষ্ট্র এথেনস্-এ জনগণের স্বতস্ফূর্ত *বিদ্রোহ* এমন একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থার জন্য সংগ্রাম শুরু করেছিলেন যেখানে জনগণের মতামত ও পরামর্শের ভিত্তিতে জনগণের প্রতিনিধিরা শাসন কাজ চালানোর জন্য পদক্ষেপ নেবে। প্রাচীন রোম, ইউরোপ ও আমেরিকায় বহু সংগ্রামের মধ্য দিয়ে, বিশেষত ইউরোপের আলোকপ্রাপ্তির যুগে (এনলাইটেনমেন্ট পিরিয়ড) জনগণের এই আকাঙ্খার মূর্ত রূপ দেওয়ার জন্য গড়ে ওঠে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, *সার্বজনীন ভোটাধিকার, প্রতিনিধি প্রত্যাহার* করে নেওয়ার ধারণা। *রাজনৈতিক মত প্রকাশের স্বাধীনতা, কথা বলার স্বাধীনতা, স)বাদপত্র ও স)বাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা, রাজনৈতিক বহুত্ববাদ, আইনের চোখে সকলেই সমান, প্রতিবাদ "প্রতিবাদ-পত্র পাঠানোর* অধিকার ইত্যাদি ধারণা/অধিকারগুলো বহু লড়াই-সংগ্রামের মাধ্যমে অর্জিত হয়। বুর্জোয়া শাসকশ্রেণী ও তাদের প্রস্তুত করা সংবিধান/আইন ও গণতন্ত্রের এই ধারণা/অধিকারগুলোকে পুরোপুরি নস্যাৎ করে দিতে পারেনি। এই অর্থে এই অধিকারগুলো ছিল *ইতিবাচক অধিকার* (পজিটিভ রাইটস্)। কিন্তু শাসকশ্রেণী যখনই *স)কটে* পড়েছে বা তাদের *শ্রেণীস্বার্থ* বিপন্ন হতে পারে বলে মনে করেছে, তখনই সংবিধান-প্রদত্ত এই অধিকারগুলোকে খর্ব করার, ওগুলো

তিনের পাতায় দেখুন

নোনাডাঙ্গাবাসীদের ওপর পুলিশের নির্মম লাঠিচার্জ

পত্রিকা প্রেসে যাওয়ার আগে খবর এল নোনাডাঙ্গার বস্তিবাসী মেহনতী মানুষেরা তাঁদের বাসভূমি থেকে উচ্ছেদের প্রতিবাদে ধর্মতলা চত্বরে সারাদিনব্যাপী গণঅবস্থান করাকালীন ২০ জুন রাত ৯টা নাগাদ মমতা সরকারের পুলিশ বাহিনী নৃশংসভাবে লাঠিচার্জ করে অনেককে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়। লাঠিচার্জের হাত থেকে নারী ও শিশুদেরও রেহাই দেওয়া হয়নি। কতজন আহত এবং কতজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তার সঠিক সংখ্যা এখনও জানা সম্ভব হয়নি। পুলিশের এই ঘৃণ্য আচরণের বিরুদ্ধে সি পি আই (এম এল) লিবারেশনের কলকাতা জেলা কমিটি ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি একযোগে তীব্র ধিক্কার জানাচ্ছে এবং ধৃতদের অবিলম্বে মুক্তি দেওয়া সহ দোষী পুলিশদের কঠোর শাস্তির দাবি জানাচ্ছে।

তৃণমূল সরকারের বর্ষপূর্তির পর রিলিফ প্যাকেজ শুনে সিঙ্গুরের কৃষক-ক্ষেতমজুর জনতার প্রতিক্রিয়া কি?

(আয়ালা রাজ্য কমিটির এই প্রতিনিধিদলের সদস্যরা ছিলেন রাজ্য সভাপতি সজল পাল, সম্পাদক সজল অধিকারী, হুগলী জেলা সম্পাদক নিরঞ্জন বাগ, রাজ্য কমিটি সদস্য স্নেহাশীষ চক্রবর্তী ও কমরেড সাধন মাল। রিপোর্ট লিখছেন সজল অধিকারী। —সম্পাদকমণ্ডলী)

মাসখানেক আগে সাড়ম্বরে পালিত হল তৃণমূল কংগ্রেস জোট সরকারের বর্ষপূর্তির উৎসব। উৎসব পালনে সবচেয়ে বড় কাঁটা ছিল সিঙ্গুর। গোটা রাজ্যের সংবাদমাধ্যমও ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সেখানকার কৃষিজীবীদের প্রতিক্রিয়া জানতে। বর্ষপূর্তির প্রাপ্তি সম্পর্কিত কৃষকদের প্রতিক্রিয়া তৃণমূল কংগ্রেসের স্বস্তিবোধক ছিল না। এ সময়েই উত্তর বাজেমেলিয়ায় কৃষকদের ঘরোয়া সভায় বিক্ষোভ, ঘেরাওয়ের মুখে পড়েন সিঙ্গুরের দুই তৃণমূল নেতা; মন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য এবং এম এল এ বেচারাম মান্না। ক্ষোভের আঁচ অনুভব করছিল কলকাতার তৃণমূল নেতারাও। ফলে কিছুটা আপৎকালীন পদক্ষেপে সরকার ঘোষণা করতে বাধ্য হল সিঙ্গুরে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক ও কৃষিমজুরদের রিলিফ প্যাকেজ। মাসে হাজার টাকা ও ২ টাকা দরে ৮ কেজি চাল।

সিঙ্গুরের জমি প্রশ্নে ফয়সালা এখন বিচারাধীন—১০০০ একর উর্বর কৃষি জমি পরিণত হয়েছে হাজার হাজার গরু, ছাগল, মোষের চারণ ক্ষেত্রে। ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক-বর্গাদার-কৃষিমজুরদের জন্য বিশেষ রিলিফ প্যাকেজের দাবি রাজ্যের গণতান্ত্রিক মহল থেকে বারবার উঠে এসেছে। সরকার পরিবর্তনের পর এই দাবি আরও জোরালো হয়েছে। সি পি আই (এম এল) লিবারেশন এই দাবিতে লাগাতার আন্দোলনও চালিয়ে গেছে। শেষমেশ এই রিলিফ প্যাকেজ মানতে বাধ্য হল সরকার। বিক্ষুব্ধ, ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের প্রতিক্রিয়া জানতে সারা ভারত কৃষিমজুর সমিতির রাজ্য কমিটির সিদ্ধান্ত অনুসারে গত ১৪ জুন একটা তথ্যানুসন্ধানী দল যায় সিঙ্গুরে।

পাঁচের পাতায় দেখুন

২৬ জুন জরুরী অবস্থার কালা দিবসে

সারা ভারত বাম সমন্বয়, (পশ্চিমবঙ্গ শাখা)-র আয়োজনে

"গণতন্ত্র বাঁচাও" কনভেনশন

বক্তা ঃ —

দীপঙ্কর ভট্টাচার্য, সাধারণ সম্পাদক, সি পি আই (এম এল) লিবারেশন

তারামণি রাই, সাধারণ সম্পাদক, সি পি আর এম

অলোক নন্দী, সম্পাদক, ডি সি পি এম ।। অধ্যাপক অম্বিকেশ মহাপাত্র

ডঃ পার্থসারথী রায় ।। নবারুণ ভট্টাচার্য, কবি-সাহিত্যিক

দেবপ্রসাদ রায়চৌধুরী, মানবাধিকার আন্দোলনের সংগঠক

স্থান ঃ ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হল, কলেজ স্কোয়ার

সময় ঃ বেলা ৩টা

এই কনভেনশন উপলক্ষে "আজকের দেশব্রতী"-র পক্ষ থেকে প্রকাশিত হয়েছে "আক্রান্ত গণতন্ত্র" শীর্ষক পুস্তিকা। সত্বর সংগ্রহ করুন। মূল্য-২ টাকা

সম্পাদকীয়

ফের ধাক্কা খেতে হল

তৃণমূল কংগ্রেসের একনায়কতন্ত্রী নেত্রী আবার একটা ধাক্কা খেলেন। ধাক্কাটা খেতে হল আসন্ন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে শেষমেশ পরমাণু বিজ্ঞানী এ পি জে আব্দুল কালাম আজাদকে নিজেদের পছন্দের প্রার্থী হিসাবে দাঁড় করাতে গিয়ে। তৃণমূল নেত্রীর হস্তক্ষেপে উদ্যোগী হওয়া, কংগ্রেস সভানেত্রীর সাথে প্রাথমিক আলোচনায় আপন পছন্দের প্রার্থী-তাস রহস্যাবৃত করে রাখা এবং সমাজবাদী দলের মঁসিহা মুলায়ম সিং যাদবের সাথে প্রার্থীচয়নে প্রাথমিক সমঝোতাসূত্রে পৌঁছাতে পারার মধ্যে অবশ্যই চমকের সিরিয়াল ছিল। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। তারপর সেই খেলা ভাঙ্গার খেলা শুরু হতে বেশী সময় লাগেনি। অনতিবিলম্বেই ইউ পি এ-র চালকের আসনে বসে থাকা কংগ্রেস পরিস্থিতিকে তার সপক্ষে ধরে রাখতে সক্রিয়তাকে তুঙ্গে নিয়ে যায় এবং অন্যান্য শরিকদের সাথে বোঝাবুঝি নিশ্চিত করার উদ্যোগ বজায় রাখার পাশাপাশি মুলায়মকে তৃণমূলনেত্রীর সমঝোতা থেকে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে কংগ্রেসমুখী করতে সক্ষম হয়। অন্যদিকে, এন ডি এ-র জে ডি (ইউ)-র নীতীশ কুমার, শিবসেনা থেকে শুরু করে; ইউ পি এ—এন ডি এ পক্ষদ্বয়ের বাইরে থেকে বি এস পি ইত্যাদিদের কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থীর সপক্ষে সমর্থনের বার্তা প্রকাশ হতে শুরু করায় খোদ কালাম হতোদ্যম হতে থাকেন। কালামের প্রার্থী হতে রাজী হওয়ার পিছনে একটা পূর্বশর্ত ছিলই, তা হল তাঁকে দাঁড় করাতে গেলে জেতানোর ম্যাজিক ভোট সংখ্যা জোগাড়ের দায়িত্ব উদ্যোক্তাদের নিতেই হবে। আর এই প্রশ্নে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জেদ কিংবা আবেগ ভরপুর থাকলেও আবশ্যিক ভোট মেরুকরণের বন্দোবস্ত করার ক্ষমতা ছিল না। এমনকি তৃণমূল-সমাজবাদী দলের সমঝোতা যদি বেঁচেও থাকতে পারত তবু উভয় দলের মিলিত ভোট সংখ্যা দাঁড়াত গরিষ্ঠতায় পৌঁছানোর তুলনায় এক-পঞ্চ মাংশেরও কম। রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থীকে জেতানোর ন্যূনতম আবশ্যিক ভোট সংখ্যা চাই ৫,৪৯,৪৪২;আর তৃণমূল ও সমাজবাদী দলের ভোটসংখ্যা যথাক্রমে ৪৮,০৪৯ ও ৬৮,৮১২ মাত্র। এতো দুর্বল ভিতের উপর দাঁড়িয়ে অকল্পনীয় অনুকূল মেরুকরণের আশায় যে ঝাঁপানো হয়েছিল তার পেছনে আরও কিছু গোপন প্রত্যাশা বিজেপি ইত্যাদিদের প্রতি ছিল কিনা সেই জল্পনায় তুরন্ত জল ঢেলে দিয়েছে খোদ মুলায়ম সিং যাদবের পাল্টি খাওয়ার ঘটনা। এই মুলায়মী ডিগবাজী খাওয়াকে তৃণমূল মোলায়েমভাবে নিতে পারেনি, নেত্রীর প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করতে গিয়ে তৃণমূলের তালেবর নেতারা একে 'ম্যাকিয়াভেলীয়' গদ্দারি মন্তব্য করতে ছাড়েননি। এরকম মন্তব্য করা যেতেই পারে, কিন্তু এরকম খেল তো মুলায়ম নতুন দেখালেন না, সেইসব ইতিহাস জানা-বোঝা থাকা সত্ত্বেও মুলায়মের হাত ধরতেই তো 'মা-মাটি-মানুষের' তক্‌মাধারী নেত্রী গিয়েছিলেন, তারপর ধাক্কা খেয়ে এখন তাঁদের 'নীতিপনা' দেখানো সাজে কি! তাছাড়া, যে পক্ষবদলের অভিযোগে সমাজবাদী দলনেতাকে তৃণমূল ভর্ৎসনা করছে সেরকম কেলেংকারি থেকে মুক্ত থাকার রেকর্ড তৃণমূলেরও নেই। তৃণমূলও একবার এন ডি এ, একবার ইউ পি এ—এই পক্ষবদলের রাজনীতি করে আসছে। ভারতীয় শাসকশ্রেণীর রাজনীতিতে এরকম আয়ারাম-গয়ারাম কিংবা এই বা সেই আঁতাতের খেল কসরত প্রদর্শন করে চলার চল রয়েছে যথেষ্ট। তাদের 'উল্টে দাও-পাল্টে দাও' গৃহীত পলিসির বিপরীতেই মজুত থাকে 'উল্টে যাও-পাল্টে যাও' পলিসি। শাসকশ্রেণীর প্রতিনিধিত্বকারি দল হিসেবে তৃণমূলও এই পলিসিতে অভ্যস্ত। যেমন, ভূতপূর্ব রাষ্ট্রপতি কালামের সমর্থনে হাওয়া তুলতে তৃণমূলনেত্রী তাঁকে

মহম্মদ কাতিল সিদ্দিকিকে কে হত্যা করেছে?

বিস্ফোরণের কয়েকটি ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে দ্বারভাঙ্গার মহম্মদ কাতিল সিদ্দিকি ২০১১-র নভেম্বর থেকে জেলে ছিলেন। পুনের ইয়েরাওয়াদা জেলের মধ্যে শারদ মোহল ও অলোক ভালেরাও নামে দুই গুণ্ডা সর্দার ৮ জুন কাতিলকে গলা টিপে হত্যা করেছে বলে জানা গেছে।

এখানে উল্লেখ্য, মহারাষ্ট্রের এ টি এস ২০১১-এর নভেম্বর থেকে ২০১২-এর জুনের মধ্যে কাতিলের বিরুদ্ধে কোন চার্জশিট দিতে পারেনি। আমাদের মনে পড়ে যাচ্ছে, আদর্শ বাসস্থান কেলেঙ্কারিতে অভিযুক্তর বিরুদ্ধে সি বি আই নির্ধারিত ছ-মাস সময়কালের মধ্যে চার্জশিট দিতে না পারায় অভিযুক্ত জামিন পেয়ে যান। সন্ত্রাসবাদের ঘটনাগুলোতে ঐ একই নিয়ম মানা হলে, কাতিলের বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষের কোন প্রমাণ হাজির করতে না পারার কারণে কাতিলও মুক্ত হয়ে যেতেন। এ সত্ত্বেও তাকে জেলে থাকতে হয় এবং এ টি এস দাবি করে চলে যে, তিনি ছিলেন 'ইণ্ডিয়ান মুজাহিদিনের এক গুরুত্বপূর্ণ কর্মী'।

ঐ গুণ্ডা সর্দাররা দাবি করেছে, তারা কাতিলকে হত্যা করেছে কেন না সে ছিল 'দেশদ্রোহী'। সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে অভিযুক্ত এক মুসলিম যুবককে হত্যা করার কৃতিত্বে গুণ্ডা সর্দাররা নিজেদের 'দেশপ্রেমিক' বলে দাবি করছে, কোন ধরনের অভিযোগ দায়ের না হওয়া সত্ত্বেও আদালতে অপরাধ প্রমাণের কথা তো ওঠেই না—তাকে 'দেশদ্রোহী' বলছে, এটা ভারতীয় গণতন্ত্রের হালহকিকতের এক নির্মম নির্দেশক!

তাদের হেফাজতে কাতিলের হত্যা জেল কর্তৃপক্ষের ভূমিকা সম্পর্কেও গুরুতর প্রশ্নকে তুলে ধরে। কাতিলকে রাখা হয়েছিল জেলের সর্বাপেক্ষা সুরক্ষিত অংশে: আর জেল কর্তৃপক্ষের অবগতি ছাড়া সেখানে হত্যা সংঘটিত করা অত্যন্ত কঠিন ছিল।

তদন্তকারি সংস্থাগুলোও সন্দেহের ঊর্ধ্বে নয়। চার্জশিট পেশ করতে না পারার তাদের ব্যর্থতা দেখিয়ে দিচ্ছে যে, অভিযোগের প্রমাণ হাজির করতে না পারার সদস্যরা আজ অপরাধে জড়িত বলে প্রমাণিত হচ্ছে। নিরপরাধদের মিথ্যাভাবে অভিযুক্ত করার ঘটনাগুলোও ক্রমেই আরও বেশী বেশী সংখ্যায় উন্মোচিত হয়ে পড়ছে। সাম্প্রতিক একটি ঘটনায় দিল্লী পুলিশের বিশেষ শাখার চর দ্বারভাঙ্গার নকী আহমদকে মহারাষ্ট্রের এ টি এস ১৩/৭-এর মুম্বই বিস্ফোরণের ঘটনায় রাতারাতি অন্যতম প্রধান অভিযুক্ত বানিয়ে দেয়, আর তাকে নিয়ে দুই তদন্তকারি সংস্থার মধ্যে প্রকাশ্যেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে।

কাতিলের নিরাপরাধ প্রমাণিত হওয়ার ঘটনায় অস্বস্তিতে পড়তে হওয়ার ঝুঁকি নেওয়ার চাইতে তদন্তকারি সংস্থাগুলোর কাছে জেলের মধ্যেই তাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়ার ব্যাপারটা বেশী সুবিধাজনক মনে হয়ে থাকতে পারে। সে যদি বেঁচে থাকত তবে সে তার 'স্বীকারোক্তিকে' অস্বীকার করতে পারত, যেটা তার ওপর অত্যাচার চালিয়েই আদায় করা হয়েছিল বলে সে দাবি করেছিল।

কাতিলের ঘটনাটা সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে অভিযুক্ত মুসলিম যুবকদের অসহায়তাকেই দেখিয়ে দেয়। ভুয়ো সংঘর্ষে হত্যা ও হেফাজতে মৃত্যুর অনেক ঘটনাই রয়েছে; আর দীর্ঘদিন ধরে বেআইনিভাবে তাদের আটকে রাখাটা একটা সাধারণ ব্যাপার। সাম্প্রতিককালে এই ধরনের ঘটনার একটা নিদর্শন হল বিহার থেকে যাওয়া ইঞ্জিনিয়ার ফাসি মাহমুদ, যাকে নাকি ভারতে তদন্তকারি সংস্থাগুলোর অনুরোধে সৌদি আরবে তার বাড়ি থেকে ৩ মে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়, আর এখন সে নিখোঁজ।

কাতিলের হত্যা কংগ্রেসের প্রতারণা ও কপটতাকেও উন্মোচিত করে দিয়েছে। উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনের সময় সলমন খুরশিদ বাটলা হাউসের ঘটনায় নিপীড়নের শিকার হওয়াদের জন্য 'সোনিয়ার অশ্রু'-র কথা তুলেছিলেন, আর দিগ্বিজয় সিংও একইভাবে আজমগড়ে ভোট কুড়োবার জন্যে বাটলা হাউসের ঘটনাকে তুলে ধরার চেষ্টা

শাসকশ্রেণীর রাজনীতিতে এরকম আয়ারাম-গয়ারাম কিংবা এই বা সেই আঁতাতের খেল কসরত প্রদর্শন করে চলার চল রয়েছে যথেষ্ট। তাদের 'উল্টে দাও-পাল্টে দাও' গৃহীত পলিসির বিপরীতেই মজুত থাকে 'উল্টে যাও-পাল্টে যাও' পলিসি। শাসকশ্রেণীর প্রতিনিধিত্বকারি দল হিসেবে তৃণমূলও এই পলিসিতে অভ্যস্ত। যেমন, ভূতপূর্ব রাষ্ট্রপতি কালামের সমর্থনে হাওয়া তুলতে তৃণমূলনেত্রী তাঁকে খুব 'অরাজনৈতিক' ব্যক্তিত্ব হিসাবে তুলে ধরেছেন এবং 'দেশের মঙ্গলের জন্য' রাষ্ট্রপতি পদে নাকি এরকম 'অরাজনৈতিক' লোক দরকার! কিন্তু এই অরাজনৈতিক দাবি করাটা পুরোপুরি মিথ্যাচার। এদেশে রাষ্ট্রপতি বা রাজ্যপালের পদকে বিশেষত কেন্দ্রের ক্ষমতাবান সরকারের হয়ে রাজ্যগুলোর ওপর খবরদারি চালাতেই ব্যবহার করা হয়। তবু মুখ্যমন্ত্রী মমতা যদি এই পদগুলোতে 'অরাজনৈতিক' শর্ত প্রতিস্থাপনের সততা রাখেন তাহলে তাঁর প্রথম প্রস্তাবে যে কালামের পর দ্বিতীয় (মনমোহন সিং) ও তৃতীয় (সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়) নাম এসেছিল সে তো কট্টর দুই রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বেরই। এটাই কি প্রমাণ করে না কালামকে 'অরাজনৈতিক' হিসাবে চিত্রিত করার পেছনে একটা কূটচালই থেকেছে! ইতিপূর্বে এন ডি এ আমলে কালাম যখন রাষ্ট্রপতি হয়েছিলেন তার পিছনে মূল গরজটা ছিল বিজেপির এবং সেটা ঘোরতর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য থেকেই। বিজেপিকে নিয়ন্ত্রণ করার কোনও ভূমিকাই তখন কালাম দেখাননি। বিষয়টা 'অরাজনৈতিক' উদাসীনতা ছিল না। কালাম যে বিশেষ পরিচিত ব্যক্তিত্ব হতে পেরেছেন সেটা ইতিপূর্বে রাষ্ট্রপতি হিসাবে সদর্থক অবদান রাখতে পারার জন্য নয়, কেবলমাত্র পোখরান পরমাণু বিস্ফোরণ ঘটানোর বিজ্ঞানী হিসাবেই। যাই হোক, মুলায়ম নিজেকে মমতা-উদ্যোগ থেকে সরিয়ে নেওয়ার পর কালাম সাহেবকে বাজী ধরে রাখার আর কোন উপায় মমতাজীর থাকেনি, রাজধানীতে সক্রিয়তায় ব্যর্থ হওয়ার পর মুখ্যমন্ত্রী মমতা কলকাতার রাস্তায় এবং তাঁর নবনির্মীত 'ফেসবুকে' কালামকে চাওয়ার সমর্থনে ফের একদফা কলরব তোলার চেষ্টা চালিয়েছেন, কিন্তু যথারীতি ব্যর্থই হয়েছেন। কালামও পরিস্থিতি বুঝে নিজেকে গুটিয়ে নিলেন। এরপর কালাম-মমতা যে সৌজন্য চিঠিপত্র চালাচালি চলেছে তা এই ইস্যুকে কেন্দ্র করে তৃণমূলের ধাক্কা কাটিয়ে উঠতে বিশেষ কাজ দেবে না। শোনা যাচ্ছে, কংগ্রেসের ওপর চাপ বজায় রাখতে তৃণমূলনেত্রী নাকি মেঘালয়ের প্রাক্তন তৃণমূলী সাংমার ব্যাপারেও ভাবনায় থাকছেন। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে তৃণমূলের এতোসব সক্রিয়তার মধ্যে আগামী ২০১৪ সালে পরবর্তী লোকসভা নির্বাচন সংক্রান্ত বিভিন্ন সমীকরণের ভাবনাও কাজ করছে। ইউ পি এ-তে শরিক হিসাবে থাকা না-থাকা নিয়ে, এরাজ্যে কংগ্রেসকে শরিকী মর্যাদা দেওয়া না-দেওয়া নিয়ে তৃণমূল কি করছে কি করবে তার সাথে জনস্বার্থ রক্ষার কোন সম্পর্ক নেই। প্রসঙ্গত কংগ্রেসের হাইকমান্ড কি বলছে কি করছে তার সাথেও আমজনতার স্বার্থের কোন সংস্রব নেই। কংগ্রেস এখন থেকেই ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের কথা ভেবে দুশ্চিন্তায় অশনি সংকেত দেখছে। সেই 'ড্যামেজ' কন্ট্রোলের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে কিছু পদে কিছু পরিবর্তনের পদক্ষেপ নিতে শুরু করেছে। এপ্রসঙ্গেই অর্থমন্ত্রীর পদ থেকে প্রণব মুখার্জীকে রাষ্ট্রপতি পদে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কংগ্রেস হাইকমান্ড। পরবর্তী লোকসভা নির্বাচনের আগে পর্যন্ত মনমোহন সিং-কে প্রধানমন্ত্রীর পদে হয়ত রেখে দেওয়া হবে, কিন্তু নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কংগ্রেস সম্ভবত কোন নতুন মুখকে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে তুলে ধরতে পারে। আর, লোকসভা নির্বাচনে যদি কংগ্রেসের আর ক্ষমতায় ফেরা সম্ভব না হয় তবু রাষ্ট্রপতি পদে ধরা থাকবে তার এমন এক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব যিনি কংগ্রেসের কাছে মনমোহনের তুলনায় অনেক দরকারি এবং 'চাণক্য' হিসাবেই নাম কিনেছেন। এখন তার রাষ্ট্রপতি প্রার্থী মনোনয়ন অনেকটা নিরাপদ অবস্থায় পৌঁছে যাওয়ার পর ইউ পি এ-কে আগামী লোকসভা নির্বাচন পর্যন্ত অটুট রাখার ব্যাপারেই কংগ্রেস মরীয়া। তাই ভেতরের দ্বিতীয় বৃহত্তম শরিক মমতার তৃণমূল থেকে শুরু করে বাইরের মুলায়মের সমাজবাদী দলকে সঙ্গে নিয়ে চলার আশু কৌশল নিয়েছে কংগ্রেস। সেইমতো মোলায়েম আহ্বানও রাখছে সবকিছুতে কংগ্রেসের সঙ্গে থাকার, যেমন প্রণব মুখার্জীকে সমর্থন করার; মোরাটোরিয়ামের ছাড় দেওয়ার পরিবর্তে মৌখিক প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে প্রণব মুখার্জী চলে যাওয়ার আগে বিভিন্ন চালু বরাদ্দের মধ্যে হাজার বিশেক কোটি টাকার সংস্থান করে দেওয়ার। এখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোর্টে বল। তিনি রণরঙ্গে থাকবেন, নাকি রফারঙ্গে থামবেন সেটাও অপেক্ষা করে দেখার।

করা অত্যন্ত কঠিন ছিল।

তদন্তকারি সংস্থাগুলোও সন্দেহের ঊর্ধ্বে নয়। চার্জশিট পেশ করতে না পারার তাদের ব্যর্থতা দেখিয়ে দিচ্ছে যে, অভিযোগের প্রমাণ হাজির করতে না পারার তাদের ব্যর্থতা আজ হোক বা কাল আদালতে অবশ্যই উন্মোচিত হত। এবং এটা সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে যে, জেলের ভেতরে কাতিলের সন্দেহজনক হত্যায় তাদেরও ভূমিকা থাকতে পারে। অভিযুক্ত বন্দীদের ওপর আক্রমণের জন্য জেলগুলো কুখ্যাত, আর এমন অনেক নজিরই রয়েছে যেগুলোতে সরকার বা তদন্তকারি সংস্থাগুলোকে অস্বস্তিতে ফেলতে সক্ষম এমন গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষীদের হয় সাজানো 'আত্মহত্যায়' আর না হয় ভাড়া করা গুণ্ডাদের দিয়ে জেলের ভেতরেই হত্যা করা হয়েছে।

দেখা যাচ্ছে যে, মালেগাঁও, মক্কা মসজিদ ও সমঝোতা এক্সপ্রেসের বিস্ফোরণের ঘটনা সহ একের পর এক গুরুত্বপূর্ণ মামলায় তদন্তকারি সংস্থাগুলো চূড়ান্ত মাত্রায় কলঙ্কিত হয়ে পড়েছে। বছরের পর বছর কারান্তরিত ও অত্যাচারিত মুসলিমরা নিরপরাধ বলে প্রমাণিত হয়েছে, আর সংঘ পরিবারের সংগঠনগুলোর হাউসের ঘটনায় নিপীড়নের শিকার হওয়াদের জন্য 'সোনিয়ার অশ্রু'-র কথা তুলেছিলেন, আর দিগ্বিজয় সিংও একইভাবে আজমগড়ে ভোট কুড়োবার জন্যে বাটলা হাউসের ঘটনাকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছিলেন। মহারাষ্ট্র ও অন্ধ্রপ্রদেশের মত কংগ্রেস শাসিত রাজ্যগুলো সন্ত্রাস-অভিযুক্ত মুসলিমদের মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত করা ও হেফাজতে আক্রমণ করার দিক থেকে অগ্রগণ্য এবং তা বিজেপি শাসিত গুজরাটের সঙ্গে সমান তালে।

কাতিল সিদ্দিকির হত্যার পিছনে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে অবিলম্বে এক নিরপেক্ষ তদন্তের নির্দেশ দিতে হবে, আর মহারাষ্ট্র সরকারকে তার পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, কেননা তাদের জেলেই ঐ হত্যা সংঘটিত হয়। সর্বোপরি, আজমগড়ের মত দ্বারভাঙ্গাকেও মুসলিম যুবকদের সাম্প্রদায়িকতার রঙে চিত্রিত করা ও তাদের পিছনে ডাইনি খোঁজ চালানোর আর একটা রঙ্গমঞ্চ করে তোলার উদ্বেগজনক প্রবণতার বিরুদ্ধে শক্তিশালী প্রতিরোধ গড়ে তোলাটাও প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে।

(এম এল আপডেট সম্পাদকীয়, ১২ জুন ২০১২)

রেল পুলিশের মারে হকার মৃত্যুর প্রতিবাদে সভা-ডেপুটেশন

গত ৪ জুন বীরভূম ও ৫ জুন চন্দননগরে পৃথক দুটি ঘটনায় আর পি এফ এবং জি আর পি-র নামানো আক্রমণে মারা যান দুই হকার। ঘটনার পরেই এর তীব্র প্রতিবাদ করে এ আই সি সি টি ইউ নেতৃত্বাধীন ব্যাণ্ডেল-কাটোয়া শাখার সংগ্রামী হকার্স ইউনিয়ন নবদ্বীপ ও চন্দননগর জি আর পি-র কাছে ডেপুটেশন দেয়। ৬ জুন নবদ্বীপে এবং ১৮ জুন চন্দননগরে বিক্ষোভ কর্মসূচী হয়। বিক্ষোভ চলাকালীন চন্দননগরে পরীক্ষিত পাল, আনন্দ কুণ্ডু, শ্যামল দাস, বটকৃষ্ণ দাস ও স্বপন গুহকে নিয়ে পাঁচ সদস্যের প্রতিনিধি দল জি আর পি-র কাছে ডেপুটেশনে গিয়ে মৃত পরিবারকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবি জানান। জি আর পি কর্তৃপক্ষ বিষয়টি বিবেচনা করার আশ্বাস দিয়েছেন।

ভানুমতীর খেল ঃ পরিবর্তন, পাহাড় ও প্রয়োজনবাদ

২০১৪-র লোকসভা নির্বাচনের প্রস্তুতিপর্বে নিয়ত পরিবর্তনশীল শাসক রাজনীতি জাতীয় পর্যায়ে নতুন ক্ষমতা সমীকরণ নিয়ে ব্যতিব্যস্ত। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের প্রাক্কালে শাসকশ্রেণীর দ্বন্দ্ব সমুপস্থিত। তবুও আঞ্চলিক ক্ষমতায়নের প্রশ্নকে ঘিরে রাজ্যের পাহাড়-সমতলের বিভাজন যুযুধান পরিস্থিতি আবারও ঘোরালো হয়ে উঠেছে।

পাহাড়ের শাসক দল গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা ২০১১-র ১৮ জুলাই ত্রিপাক্ষিক জি টি এ চুক্তি স্বাক্ষর করে। জি টি এ-র সীমানা সম্প্রসারণ সংক্রান্ত বিবাদ নিষ্পত্তির জন্য গঠিত হয় অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি শ্যামল সেনের নেতৃত্বে ছয় সদস্যের এক উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন কমিটি। কমিটির অন্তর্ভুক্ত মোর্চার ৪ জন প্রতিনিধির মারফত বাড়তি ৩৯৮টি মৌজা জি টি এ-র সীমানায় অন্তর্ভুক্তির দাবি সোচ্চারে তোলা হয়। এই কমিটির বহু বিলম্বিত রিপোর্ট সদ্য সামনে এলে দেখা যায় যে, ফাঁপানো দাবির প্রেক্ষিতে মাত্র ৫টি নতুন মৌজা মেনে-মানিয়ে নিয়ে প্রতিক্ষিত জি টি এ নির্বাচন করার ছাড়পত্র মিলেছে। অতপর বিমল গুরুং-রোশন গিরিদের মুখ রক্ষার জন্য বিপুল শোরগোল তোলা প্রত্যাশিত ছিল। অথচ এবছরের মার্চ মাসে মহাকরণে অনুষ্ঠিত রাজ্য সরকার ও মোর্চার প্রতিনিধিদের রুদ্ধদ্বার বৈঠকে ৭টি বিষয়ের ঐকমত্যের ভিত্তিতে এটাই নাকি ঠিক ছিল যে, শ্যামল সেনের রিপোর্ট উভয়পক্ষ নির্দ্বিধায় মেনে নেবে!

কিন্তু কমিটির রিপোর্ট সর্বসমক্ষে আসার পর মোর্চার পক্ষে রাজ্য সরকারের সঙ্গে গোপন সমঝোতার বিষয়ে ঘরে-বাইরে মতিস্থির রাখা সম্ভব হয় না। বিগত ৪ বছরের বেশী সময় ধরে মোর্চার নেতৃত্বে চলা আলাদা রাজ্যের দাবিটি যেমন কেন্দ্র-রাজ্য সরকারের কূটকৌশলে বিশ বাঁও জলে, তেমনি জি টি এ নির্বাচন দ্রুত সম্পন্ন করে আঞ্চলিক প্রশাসনিক কাঠামো না তৈরী করতে পারলে পাহাড়ের জনতার কাছে তাঁদের বিশ্বাসযোগ্যতা ধরে রাখা প্রায় অসম্ভব। অন্য কোন উপায় না দেখে মোর্চা নেতৃত্ব শ্যামল সেন কমিটির রিপোর্ট অবিলম্বে বাতিল করার দাবি জানায়। অন্যথায় তাঁরা জি টি এ চুক্তির প্রতিলিপি পোড়ানো, বিধানসভা ও বিভিন্ন পৌরসভায় নির্বাচিত মোর্চা প্রতিনিধিদের সামুহিক পদত্যাগ, জুলাইয়ের শুরুতে ৩ দিনের লাগাতার তরাই-ডুয়ার্স বন্ধ ইত্যাদি প্রতিবাদী কর্মসূচীর ফিরিস্তি হাজির করে। রাষ্ট্রপতি নির্বাচন নিয়ে মুলায়ম-মমতার জটটি অচিরেই একটি অতিকথনের ফাঁদে পড়ে। এতদসত্ত্বেও, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে তাঁর ‘অতিতৎপরতা’র মধ্যেও মোর্চা নেতাদের ডেকে নিতে হয় মহাকরণের অন্দরে। এই অতিব ‘গুরুত্বপূর্ণ’ বৈঠকের ফলাফল পূর্বনির্ধারিত ছিল। দুই শাসক দলের প্রয়োজনবাদী রাজনীতির সামনে আপাতত বিতর্কিত রিপোর্টটি কুলুঙ্গিতে তুলে রাখা ছাড়া দ্বিতীয় কোন রাস্তা ছিল না। ছেলে ভোলানো ছড়ার মত মমতাদেবী ঘোষণা করেন যে, বিচারপতি শ্যামল সেনের রিপোর্ট ও মোর্চার মৌজা সংক্রান্ত আপত্তির প্রেক্ষিতে আরেকটি কমিটি তৈরী হল। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পরিষদের সচিবের নেতৃত্বে ৩ সদস্যের এই কমিটির কাজ হবে শ্যামল সেনের প্রকাশিত রিপোর্টটির প্রস্তাবকে নতুন করে খতিয়ে দেখা। অর্থাৎ, জি টি এ চুক্তির বিধিবদ্ধ মান্যতাকেও অস্বীকার করে বড় সাহেবের ওপর সাধারণ সাহেবের খবরদারি চাপিয়ে দেওয়া। বুর্জোয়া শাসনতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যেও এমন উল্টোপুরানের নজির খুঁজে পাওয়া দুষ্কর।

মমতাদেবীর এই ভানুমতী খেল সঙ্কটের মেঘকে আপাত সরিয়ে রাখতে চাইলেও জি টি এ নির্বাচন নিয়ে মোর্চা এখনও মুখ খুলছে না। পাহাড়ে শান্তি স্থাপনের অগ্রদূত মুখ্যমন্ত্রী তার কূটকৌশলে সাফল্যে সহাস্য থাকলেও রাজ্য সরকার নির্বাচন সংক্রান্ত গেজেট নোটিফিকেশন করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। আর এই নির্বাচনকে মাথায় রেখে কেন্দ্রের শাসক দল কংগ্রেসের একটি অংশের নেতৃত্বে আদিবাসী বিকাশ পরিষদ, কে পি পি, আমরা বাঙালি, বাঙলা ও বাংলা ভাষা বাঁচাও কমিটি, রাভা স্ট্রাগলিং ফোরাম প্রভৃতি ২৬টি সংগঠনের মিলিত মোর্চা জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটির পক্ষ থেকে আসন্ন জি টি এ নির্বাচনের মোর্চার প্রার্থীদের হারাতে একের-বদলে-এক কৌশলের কথা ঘোষিত হয়েছে। সি পি আর এম এবং গোর্খা লীগ মোর্চা নেতৃত্বকে তাঁদের দ্বিচারিতার জন্য জনতা থেকে বিচ্ছিন্ন করতে সামনে এনেছে অন্যতর কৌশল। তাঁরা মোর্চাকে আহ্বান করেছেন জি টি এ চুক্তি বাতিল করে সবাই মিলে নতুন করে আলাদা রাজ্য গোর্খাল্যাণ্ড আন্দোলনে সামিল হতে। এদিকে, পাহাড়ে অদ্যাবধি চালু প্রশাসনিক কাঠামো দার্জিলিং গোর্খা হিল কাউন্সিলের ক্ষমতাচ্যুত সম্রাট সুভাষ ঘিষিং তাঁর বার্ধক্য ঝেড়ে ফেলে ছুটেছেন রাজ্যের রাজধানীতে। কলকাতা হাইকোর্টে তার পক্ষ থেকে জি টি এ-র সাংবিধানিক বৈধ্যতা চ্যালেঞ্জ করে মামলা শানানো হয়েছে। হাইকোর্ট এই মামলা গ্রহণ করে ইতিমধ্যে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারকে হলফনামা পেশ করতে বলেছে।

অতএব সুধী পাঠক, জাতিসত্তার আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা আলাদা রাজ্যের দাবিতে আন্দোলন পরিবর্তনের ধ্বজাধারী সরকারের ধামাধরা পথেই অগ্রগতি ও হোচট, নৈতিকতার পরিধি পেরিয়ে পেছন দরজা দিয়ে শাসক তৃণমূল দলের পাহাড়ে সংগঠন গড়ার প্রয়াস, হাজারো জটিলতার সম্মুখীন। জি টি এ নির্বাচন ও তৎপরবর্তী রাজ্যজুড়ে পঞ্চায়েত নির্বাচনকে ঘিরে শাসক দলগুলোর তৎপরতা তুঙ্গে উঠবে অচিরেই। মোর্চার পায়ের তলার মাটি ঝড়ঝঞ্ঝার মরশুমের আগেই অনেকটা কদর্মাক্ত। শুরু হয়েছে শতবর্ষ পুরানো পাহাড় আন্দোলনের নতুন আর একটি পর্ব। পাহাড়ের বীতশ্রদ্ধ পরিশ্রমী গরিব জনগণ তাঁদের শাসকদের বিরুদ্ধে কখন এবং কিভাবে জেহাদ ঘোষণা করবেন—সেটাই এখন শ্রেণী রাজনীতির পক্ষধরদের ভাবতে হবে।

- অভিজিৎ মজুমদার

গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রামে ...

একের পাতার পর

(স্টেট অব এমার্জেন্সী) ঘোষণা করা হয়েছিল। ‘মহান’ ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের সংবিধানের ৩৫২ ন) ... উঠেছিল ছাত্র পরিষদ ও যুব কংগ্রেসের ঠ্যাঙাড়ে বাহিনী প্রিয়রঞ্জন, সুব্রত, নুরুল ইসলাম, প্রদীপ ভট্টাচার্য, শত ঘোষদের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা ঘাতক বাহিনী রক্তের বন্যা বইয়ে দিয়েছিল। কাশীপুর-বরানগর, বারাসাত, বেলেঘাটা, কোন্নগর গণহত্যা তার চরম উদাহরণ। জেল ও থানাগুলো ... করতে’ রাষ্ট্রপতি হওয়ার অপেক্ষায় আছেন।

অতীত বর্তমানকে সেবা করে

গণতন্ত্র হত্যার ঐ বীভৎসতার স্মৃতি মুছে যাওয়ার নয়। আবার নতুন করে গণতন্ত্রের টুঁটি টিপে ধরার ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে। গোটা দেশের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এ রাজ্যেও গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক

গণআন্দোলনের চাপে আদায় হল রেশন কার্ড

বিগত বাম জমানার মতো বর্তমান তৃণমূল

একের পাতার পর

(স্টেট অব এমার্জেন্সী) ঘোষণা করা হয়েছিল। 'মহান' ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের সংবিধানের *৩৫২ ন) ধারাকে* ব্যবহার করে ইন্দিরা গান্ধী ও তাঁর ঘৃণ্য সাক্রেদরা, যার অন্যতম ছিল সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়, কংগ্রেসের তহবিল সংগ্রাহক ও মহারাষ্ট্র প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি রজনী প্যাটেল, ইন্দিরার দাসানুদাস কংগ্রেস সর্বভারতীয় সভাপতি দেবকান্ত বড়ুয়া (যার কুখ্যাত উক্তি—ইন্দিরাই ভারত, ভারত-ই ইন্দিরা)। *১৯৭৫-এর জুন থেকে ১৯৭৭-এর ২১ মার্চ, দীর্ঘ ২১ মাসব্যাপী* জরুরী অবস্থার সময়কালে, *স)বধান-বহির্ভূত* এক *ক্ষমতার-চক্র—সঞ্জয় গান্ধী, প্রণব মুখার্জী, ব)শীলাল, কমল নাথ* এবং আমলা ও পুলিশ বাহিনীর এক দুষ্টচক্র ঐ কালা দিনগুলোতে যে অপরাধগুলো সংগঠিত করেছিল, তার আজ পর্যন্ত কোন বিচার হয়নি। সাংবাদিক জন দয়াল দিল্লী প্রশাসনের একজন প্রত্যক্ষ কর্তাব্যক্তি টামটাকে উদ্ধৃত করে লিখছেন, "প্রতিদিন ইন্দিরা গান্ধীর সরকারি বাসভবনে তাঁর ছোট ছেলে সঞ্জয় গান্ধীর *দরবার* বসত। সেখানে জড়ো হত সঞ্জয়ের *অকথিত ক্যাবিনেটের কুচক্রীরা*। ... এদের অনেকেই ছিল চরম *মুসলিম বিদ্বেষী*। .... মুসলিম বস্তিগুলো বুলডোজারে গুঁড়িয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত ওরা নিয়েছিল। ... কনট্ প্লেস থেকে জামা মসজিদ, হাজার হাজার বাড়ি, দোকান ও বস্তিগুলো উচ্ছেদের পেছনে ছিল চরম মুসলিম-বিদ্বেষ। ঐ কুচক্রীর একজন ছিল দিল্লী পৌর নিগমের কমিশনার নবীন চাওলা, যিনি পরবর্তীতে ভারতের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার হয়ে 'গণতন্ত্র' রক্ষার প্রহরী হয়েছিলেন। ... দিল্লীর অটো চালকদের নাশবন্দির সার্টিফিকেট না থাকলে অটো রিক্সা পর্যন্ত চালাতে দেওয়া হত না।" ... দেশজুড়ে এই রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস বাংলা প্রত্যক্ষ করেছিল আরও একটু আগে থেকেই—'৭০ দশকের গোড়া থেকেই। আজকের ভৈরব বাহিনীর মতই সেই সময় বাংলায় গড়ে প্রদীপ ভট্টাচার্য, শত ঘোষদের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা ঘাতক বাহিনী রক্তের বন্যা বইয়ে দিয়েছিল। কাশীপুর-বরানগর, বারাসাত, বেলেঘাটা, কোন্নগর গণহত্যা তার চরম উদাহরণ। জেল ও থানাগুলো হয়ে উঠেছিল নাৎসী কনসেনস্ট্রেশন ক্যাম্পের মত। আজও অনেকে বেঁচে আছেন সারা শরীরে অত্যাচারের ক্ষত নিয়ে। বহু হাজার বন্ধু, সাথী ও বিপ্লবী চলে গেছেন বুকে-শরীরে বুলেট ও বেয়নেটের আঘাত নিয়ে।

প্রতিবিপ্লবের এই নৃশংসতার তদন্ত ও অনুসন্ধানের জন্য গঠিত হল সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি জে সি শাহ কমিশন। কমিশন অব এনকোয়ারি এ্যাক্ট (১৯৫২) ৩ নম্বর ধারায় এই কমিশন গঠিত হল ২৮ মে ১৯৭৭। ৩১ *ডিসেম্বর* ১৯৭৭-এর মধ্যে এর রিপোর্ট জমা দেওয়ার কথা ছিল। বিচারপতি শাহ চেয়েছিলেন ৩ জুলাই, ১৯৭৭-এ চূড়ান্ত রিপোর্ট জমা দিতে। গড়িমসিতে সেই রিপোর্ট জমা পড়ল ১৯৭৮-এর ১১ মার্চ। ৫২৫ পৃষ্ঠার তিন কিস্তিতে প্রকাশিত ঐ রিপোর্টের কোন কপি আজ ভারতের কারও কাছে নেই বলে জানা যাচ্ছে। সুদূর *অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় গ্রন্থাগারে* শাহ কমিশন রিপোর্টের একটি কপি রক্ষিত আছে বলে জানা যাচ্ছে। যতটুকু জানা যাচ্ছে, ইন্দিরা গান্ধী ও প্রণব মুখার্জী ঐ কমিশনের সাথে সম্পূর্ণ অসহযোগিতা করেন এবং সাক্ষ্য দিতে রাজী হননি। এমনকি বিচারপতি শাহ গ্রেপ্তারের ভয় দেখানো সত্ত্বেও (সূত্র ঃ ইন্দিরার ঘনিষ্ঠ জীবনীকার ক্যাথেরিন ফ্রাঙ্ক)। ১৯৭৯-*র ৮ মে* জনতা দল সরকার যখন সংসদে ঐ রিপোর্ট নিয়ে চর্চার সিদ্ধান্ত নেয়, ততদিনে জনতা দল সরকারের আয়ু ঘনিয়ে আসে। ১৬ জুলাই, ১৯৭৯ সেই সরকারের পতন হয়। ১৯৮০-র জানুয়ারীতে ইন্দিরা গান্ধী ক্ষমতায় ফিরে এসে শাহ কমিশনের সমস্ত কপি বাজেয়াপ্ত করে পুড়িয়ে দেয়। এভাবেই গণতন্ত্র ও সংবিধানকে বলাৎকারের সমস্ত চিহ্ন লোপাট হয়ে যায়। অপরাধীদের অনেকেই বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়ায়। কেউ আবার 'সজ্জন ব্যক্তি' হিসাবে 'সংবিধান রক্ষা

গণতন্ত্র হত্যার ঐ বীভৎসতার স্মৃতি মুছে যাওয়ার নয়। আবার নতুন করে গণতন্ত্রের টুঁটি টিপে ধরার ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে। গোটা দেশের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এ রাজ্যেও গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক অধিকারগুলো কেড়ে নেওয়ার ষড়যন্ত্র চলছে। গ্রাম ও শহর সর্বত্র এর উদাহরণ চোখে পড়ছে। বিগত 'বামমার্গী' সরকার গণতন্ত্র ধ্বংস করার মসৃণ পথ তৈরী করে গেছে। গণহত্যা, বিনা বিচারে আটক ও অত্যাচারের নমুনা রেখে গেছে। তার স্মৃতি দুর্বল হওয়ার আগে নতুন শাসকদল পূর্ণ উদ্যমে গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ করার কাজে নেমেছে। গত একবছর ধরে গ্রামের কৃষক-ক্ষেতমজুর থেকে শহরের শ্রমিক-কর্মচারী, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক থেকে নারী সমাজ সকলেই এই হামলার শিকার। প্রতিবাদ উঠছে, মানুষ রাস্তায় নামছে, কিন্তু এখনও তা যথেষ্ট জোরালো নয়। শাসককে পর্যুদস্ত করতে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধকে আরও উন্নত পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া সময়ের দাবি। যে কোন নীরবতা শব্দহীন পাপ। আগামী ২৬ জুন, কলকাতার ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলের কনভেনশন এক প্রাথমিক সূচনা মাত্র। গণতন্ত্রের সপক্ষে জোরালো জনমত গড়ে তুলতে আরও আরও গণসমাবেশ আমাদের ঘটাতে হবে। অন্ন-বস্ত্রের পাশাপাশি মানুষ হিসাবে যে প্রয়োজনটার কথা মানুষ ভুলতে পারে না, তার নাম গণতন্ত্র। আসুন, আমরা গণতন্ত্র ও মানুষের মৌলিক অধিকারগুলো রক্ষার কাজে জোরালো উদ্যোগ গ্রহণ করি।

- পার্থ ঘোষ

আদায় হল রেশন কার্ড

বিগত বাম জমানার মতো বর্তমান তৃণমূল কংগ্রেস পঞ্চায়েতগুলোর ক্ষেত্রেও দুর্নীতি, দলবাজি এক সাধারণ ঘটনা। বিগত ৪ বছরে দু-দফায় রেশন কার্ড বিলি হয় সম্পূর্ণ দলবাজির পদ্ধতিতে। হাবরা ২ নং ব্লকের পঞ্চায়েতগুলোর সাধারণ মানুষের মধ্যে এ নিয়ে তীব্র ক্ষোভ দেখা দেয়। সারা ভারত কৃষিমজুর সমিতি ৩টি অঞ্চলের গ্রামবাসীদের থেকে আবেদন নিয়ে গত ১৬ এপ্রিল ব্লক খাদ্য দপ্তরে গণডেপুটেশন দেয়। ১৫ দিনের মধ্যে কার্ডের দাবিতে সেই বিক্ষোভে কয়েকশত মানুষ সামিল হন। শাসক পঞ্চায়েতগুলো মানুষকে হুমকি দেওয়া, চাপ দেওয়া সহ কৃষিমজুর সমিতির 'ক্ষমতা' নিয়ে লোককে বিভ্রান্ত করে। সমিতির বেশ কিছু সদস্যও এতে বিভ্রান্ত হন। কিন্তু সমিতি 'মানুষের ক্ষমতা'কে ভরসা করে খাদ্য দপ্তরে লাগাতার চাপ সৃষ্টি করে চলে। খাদ্য দপ্তর সমস্ত আবেদনকারীকে ধীরে ধীরে কার্ড দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। গত ১৫ জুন সমিতি নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে প্রথম পর্যায়ের ৪০ জন খাদ্য দপ্তর থেকে কার্ড সংগ্রহ করে। কার্ড হাতে নিয়ে কোন কোন পরিবার বলে—আন্দোলনই সহজ রাস্তা, যে পথে সম্মানের সাথে সব অধিকার পাওয়া যায়। কৃষিমজুর সমিতির ব্লক নেতৃবৃন্দ ঘোষণা করে যে সমস্ত আবেদনকারী কার্ড না পাওয়া এই আন্দোলন জারি থাকবে।

- কবিরুল ইসলাম

ভ্রম সংশোধন

গত সংখ্যায় প্রথম পাতায় চতুর্থ কলমে ৭ লাইনে পড়তে হবে "৩১ মে ..."। ২পাতায় সম্পাদকীয়তে তৃতীয় অনুচ্ছেদে পঞ্চম লাইনে পড়তে হবে " ধামাধরাদের কথা আলাদা"। শেষ অনুচ্ছেদে তৃতীয়-চতুর্থ লাইনে পড়তে হবে "... শ্লোগানকে সামনে আনতে এবং এই দাবিতে ... সংগঠিত করতে দিকনির্দেশ করছে।" ৪ পাতায় "বেলঘরিয়া মোহিনী মিলের ... ডাক" শীর্ষক প্রতিবেদনে দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে ১০ লাইনে পড়তে হবে "... বকেয়া পাওনা থেকে কিছু কিছু টাকা পেতে ..."। ২৮ লাইনে পড়তে হবে "মোহিনী কটন ...।" ৫ পাতায় "...মমতা সরকারের প্রবণতা" শীর্ষক প্রতিবেদনে চতুর্থ কলমে পঞ্চম লাইনে পড়তে হবে "২ লক্ষ ১৭ হাজার কোটি টাকায়। ..." তৃতীয় অনুচ্ছেদে চতুর্থ লাইনে পড়তে হবে। "... পৃথক রাজ্য হিসাবে ..."।

বাথানিটোলা ২ ঃ ন্যায় বিচারের প্রহসন

।। দীপঙ্কর ভট্টাচার্য।।

ষোল বছর আগে মধ্য বিহারের ভোজপুর জেলার বাথানিটোলায় ২১ জনকে—যাদের বেশিরভাগই ছিল নারী ও নাবালক, এমনকি দুধের শিশুও—দিনের আলোয় কুপিয়ে খুন করা হয়েছিল। এই ঘটনার পরেই গোটা দেশ এই অখ্যাত ছোট গ্রামের অস্তিত্ব এবং রণবীর সেনার মত সামন্ত শক্তির এক জঘন্য বাহিনী সম্পর্কে জানতে পারে। এই বাহিনী '৯০-এর দশকের দ্বিতীয় পর্ব জুড়ে মধ্য বিহারে একের পর এক নারকীয় গণহত্যা চালায় এবং শয়ে শয়ে মানুষকে হত্যা করে।

এখন বিহার এমন এক সরকারের দ্বারা শাসিত যারা দাবি করছে যে তারা বিহারে 'ন্যায় সমন্বিত উন্নয়ন' চালিয়ে যাচ্ছে। গণহত্যাগুলো বাহ্যত থেমেছে এবং আরার জেলা আদালত ২০১০-এর মে মাসের এক রায়ে বাথানিটোলা গণহত্যার জন্য ২৩ জনকে দোষী সাব্যস্ত করে তাদের ৩ জনকে ফাঁসি ও বাকীদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে। সরকার দাবি করেছিল যে বিগত সময়কালের গণহত্যার শিকার হওয়া পরিবারগুলো অবশেষে ন্যায়বিচার পেয়েছে এবং এই দাবি নিয়েই তারা ২০১০-এর নভেম্বরে আরও বেশী সমর্থন সহ ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তন করে। নিপীড়িত ও প্রান্তিক গ্রামীণ গরিব মানুষ, মহাদলিত, সমস্ত 'পিছড়ে বর্গ', পিছিয়ে থাকা মুসলমান—এরা সবাই নতুন সরকারের প্রতি বিশ্বাস রেখেছিল।

হাইকোর্টের রায়ে সাধারণ মানুষ বিস্মিত ও হতবাক। তাহলে ১৯৯৬ সালের ১১ জুলাই সেই অভিশপ্ত বিকালে বাথানিটোলার ২১ জনকে কারা হত্যা করেছিল?

হাইকোর্টের এই রায়কে আমরা কিভাবে ব্যাখ্যা করব? এটা কি বিচার ব্যবস্থার মধ্যেকার একটা

সংগঠিত এই গণহত্যায় যে নৃশংস বর্বরতা দেখা গিয়েছিল তা কেবলমাত্র জনজাতিদের নিকেশ করার উদ্দেশ্যে সংগঠিত গণহত্যাতেই দেখা যায়। নারীদের নিশানা করা হয়েছিল কারণ তারা 'নকশালপন্থীর জন্ম দেবে', শিশুদের নিশানা করা হয়েছিল কারণ তারা 'নকশালপন্থী হয়ে যাবে'।

কেউ কেউ বিশ্বাস করেন জমি ও মজুরির প্রশ্নে নকশালপন্থীদের আন্দোলনের বাড়াবাড়ির সামাজিক প্রতিক্রিয়াতেই নাকি বিহারে রণবীর সেনার মত ভাড়াটে সেনাবাহিনীর জন্ম হয়েছে। এটা দেখাবার চেষ্টা করা হয় যে ভোজপুর বা মধ্য বিহারের আশেপাশের জেলাগুলোতে কোথাও সেরকম জমির বিশাল কেন্দ্রীভবন নেই, যা সাধারণত সামন্ততন্ত্রে থাকে, আর তাই সি পি আই (এম এল) -এর সামন্তবাদ বিরোধী লড়াইয়ের সমগ্র তত্ত্ব ও অনুশীলন ভুলভাবেই প্রযুক্ত হয়েছে। সি পি আই (এম এল)-এর ইতিহাস পরিষ্কারভাবেই দেখিয়ে দেয় যে ভোজপুর বা বিহারের অন্যত্র জমি বা মজুরির প্রশ্ন গুরুত্বপূর্ণ হলেও নির্ণায়ক লড়াইগুলো প্রায়শই লড়া হয়েছে মানবিক মর্যাদা এবং রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব অর্জনের প্রশ্নে। এটা বিস্ময়ের ব্যাপার মনে হবে না যদি আমরা মাথায় রাখি সামন্ত ক্ষমতা প্রাথমিকভাবে অর্থনীতি বহির্ভূত দমনের মধ্যে দিয়েই ক্রিয়াশীল হয় ও অব্যাহত থাকে। সামাজিক নিপীড়ন, বিভিন্ন রূপে ও মাত্রায় সামন্ততান্ত্রিক বন্ধন এবং রাজনৈতিক ক্ষমতারও থেকে গ্রামীণ গরিবদের বাইরে থেকে যাওয়াটা ঐতিহাসিকভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় সামন্ততান্ত্রিক আধিপত্যের চিহ্নস্বরূপ হয়ে থেকেছে।

আমরা যদি ভোজপুরের সি পি আই (এম এল)-এর ইতিহাসকে লক্ষ্য করি তো দেখব

রামেশ্বর প্রসাদ, যিনি ছিলেন আরা থেকে নির্বাচিত আই পি এফ-এর প্রাক্তন সাংসদ।

ভোজপুরের সামন্ত শক্তি এতে শঙ্কিত ও মরিয়া হয়ে ওঠে। বিহারের মাটি থেকে সি পি আই (এম এল)-কে মুছে ফেলার ঘোষিত লক্ষ্য নিয়ে তৈরী হয় রণবীর সেনা। ইমামবাড়া এবং কারবালা জমির মুসলিম জনগণের চিরাচরিত অধিকারকে অস্বীকার করে খারাওঁতে শুরু হয় সাম্প্রদায়িক জমায়েত। জমি ও অধিকার রক্ষার লড়াই লড়তে গিয়ে বেশ কিছু মুসলিম পরিবারকে উচ্ছেদ হতে হয় এবং তারা খারাওঁয়ের দলিত অধ্যুষিত বাথানিটোলায় বসবাস শুরু করে। দলিত ও মুসলিম সম্প্রদায়ের এই গ্রামীণ গরিব মানুষগুলোই ১৯৯৬-এর ১১ জুলাই মৃত্যুর করালনৃত্য প্রত্যক্ষ করেছিল।

এই ঘটনার পরে বিহারে ব্যাপক প্রতিবাদ গড়ে ওঠে। অনেকে আশা করেছিলেন যে গরিব জনগণ, বিশেষত পিছড়ে বর্গ এবং মুসলিমদের 'স্বার্থবাহী' স্বঘোষিত নায়ক লালুপ্রসাদ বোধহয় ন্যায়বিচারের পক্ষে থাকবেন। কিন্তু ভোজপুরের জেলাশাসককে শুধুমাত্র বদলি করতে লালুপ্রসাদকে বাধ্য করার জন্যই রামেশ্বর প্রসাদ এবং আশী পেরোনো প্রবীণ সি পি আই (এম এল) নেতা তাকি রহিমকে কয়েক সপ্তাহব্যাপী চলা অনশনে বসতে হয়। জেলাশাসককে বদলি করা হয় এই কারণে যে, ঘটনাস্থল থেকে মাত্র দু কিলোমিটার দূরে পুলিশ থাকা সত্ত্বেও কয়েক ঘন্টা ধরে চলা এই বিরাট আকারের গণহত্যাকে আটকাতে তিনি ব্যর্থ হন। কাগজে কলমে রণবীর সেনাকে নিষিদ্ধ করা হলেও, কাউকেই গ্রেপ্তার করা হয়নি এবং প্রতি বছরই গণহত্যার সংখ্যা বেড়েছে। ভোজপুরের এক জনসভায় নিজের রাজনৈতিক অবস্থানকে উন্মোচন করে লালুপ্রসাদ ঘোষণা করে যে, সি পি আই

রাজত্বে বিহার দেখছে 'বৈপ্লবিক পরিবর্তনের ঢেউ'।

অবশ্যই বিহার বদলেছে। অতীতের জগন্নাথ মিশ্র আর বিন্ধেশ্বরী দুবেদের থেকে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয়েছে লালুপ্রসাদ, নীতীশ কুমারদের মত ব্যক্তিদের হাতে। কিন্তু বাথানি-১ আর বাথানি-২ আমাদের পরিষ্কারভাবে দেখিয়ে দেয় ক্ষমতা কিভাবে সামন্তি শক্তির হাতে একইভাবে রয়ে গেছে। নীতীশ কুমার সেই বিজেপির সাথে জোট করেছেন যারা বিহারে সামন্তী মৌলবাদী শক্তির সবচেয়ে সংগঠিত প্রতিনিধি। আর লালুপ্রসাদও উচ্চবর্গের আধিপত্যের বিরুদ্ধে তার সব আলঙ্কারিক কথাবার্তা সত্ত্বেও বিশেষ করে গ্রামীণ গরিব তথা সি পি আই (এম এল)-এর বিরুদ্ধে সামন্তী শক্তিকে তোষণের রাস্তাতেই হাঁটেন। এটা কোন ব্যতিক্রমী ঘটনা নয় যে ভূমি সংস্কার কমিশন-এর রিপোর্টকে আস্তাকুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে। এতেও আশ্চর্যের কিছু নেই যে রিপোর্ট দাখিলের আগেই আমির দাস কমিশনকে বাতিল করে দেওয়া হয়েছে বা বাথানির অভিযুক্তদের মুক্তি দেওয়া হয়েছে এবং ডজন ডজন ঘৃণ্য গণহত্যার অন্যতম মূল ষড়যন্ত্রকারী জামিনে মুক্ত হয়ে গিয়েছেন।

বিহারের প্রকৃত পরিবর্তন শাসকদের জাতপাতগত রঙ বদলের ওপর নির্ভর করে নেই। নির্ভর করে নেই শাসকদের জনমোহিনী সব শ্লোগান—লালুপ্রসাদের 'সামাজিক ন্যায়' বা নীতীশ কুমারের 'সুশাসন'-এর নীতিকথার ওপরও। আধা সামন্ততান্ত্রিক রাজনৈতিক অর্থনীতির ওপর বিশ্বায়ন ও কর্পোরেটীকরণ এর চকচকে পালিশ লাগানোর ওপর ভিত্তি করে কাগজে কলমে চমকপ্রদ পরিসংখ্যানগত বৃদ্ধি দেখানোর ওপরও

অভিশপ্ত বিকালে বাথানিটোলার ২১ জনকে কারা হত্যা করেছিল?

হাইকোর্টের এই রায়কে আমরা কিভাবে ব্যাখ্যা করব? এটা কি বিচার ব্যবস্থার মধ্যেকার একটা ব্যতিক্রমী ঘটনা? বিপরীতে বরং অতীত রেকর্ড আমাদের বলে যে, বিহারে এটাই স্বাভাবিক ঘটনা। সাধারণভাবেই গ্রামীণ গরিবদের ওপর যারা গণহত্যা চালায় তারা সবাই এখানে বেকসুর মুক্তি পেয়ে যায়। যদিও তাদের মধ্যে কেউ কেউ হয়ত বিচারাধীন বন্দী হিসাবে কয়েক বছর জেল খেটেছে। তাহলে কি বিহারে অবস্থার কোনও পরিবর্তন হয়নি? এটা কি কালবিরোধী দোষে দুষ্ট হবে যদি বলা হয় যে নীতীশ কুমারের 'পরিবর্তিত' বিহারে সামন্ত পক্ষপাত আছে?

১৯৯৬-এর জুলাইয়ে বাথানিটোলা গণহত্যা যেমন লালু জমানার সামাজিক-রাজনৈতিক চরিত্রকে উন্মোচিত করে দিয়েছিল, তেমনি এপ্রিল ২০১২-এর হাইকোর্টের রায় যাকে বলা যায় বিচার বিভাগের হাতে গণহত্যা বা বাথানিটোলা-২ হল নীতীশ শাসনাধীন বিহারের সামাজিক-রাজনৈতিক বাস্তবতারই প্রতিফলন। সুপ্রীম কোর্টকে যেমন হাইকোর্টের রায়কে পুনর্বিচার করতে হবে এবং বাথানিটোলার আক্রান্ত মানুষদের জন্য ন্যায়বিচার সুনিশ্চিত করতে হবে, তেমনি আমাদের অবশ্যই বাথানিটোলার প্রেক্ষাপট এবং তাৎপর্যকে বুঝতে হবে এবং গণতন্ত্র ও মর্যাদার জন্য বাথানিটোলার মানুষদের লড়াইয়ের পাশে থাকতে হবে।

নিশানায় নকশালপন্থীরা

বাথানিটোলা-১ ঘটার সময় অনেকেই ভেবেছিলেন এটা বোধহয় বিহারের জাতপাত জনিত আর একটি গণহত্যার ঘটনা যার উৎসে রয়েছে জমি সংক্রান্ত বিবাদ। কিন্তু এই সাধারণ ধারণার বিপরীতে বাথানিটোলা ছিল স্পষ্টতই এক রাজনৈতিক গণহত্যা। এর ঘোষিত উদ্দেশ্য ছিল ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী লেনিনবাদী) লিবারেশনের সমর্থকদের শিক্ষা দেওয়া। নারী ও শিশু, এমনকি গর্ভবতী নারী ও দুধের শিশুদেরও নিশানা করে দিনের আলোয় বিভিন্ন জায়গায় সামন্ততান্ত্রিক আধিপত্যের চিহ্নস্বরূপ হয়ে থেকেছে।

আমরা যদি ভোজপুরের সি পি আই (এম এল)-এর ইতিহাসকে লক্ষ্য করি তো দেখব ভোটদানের অধিকারের বিষয়টি এখানে এক অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ লড়াইয়ের জায়গা হয়ে থেকেছে। বস্তুতপক্ষে ভোজপুরের সি পি আই (এম এল)-এর উত্থানের সূচনায় রয়েছে ১৯৬৭-র বিধানসভা নির্বাচনের ঘটনা। এই নির্বাচনে রাম নরেশ রাম ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। সামন্তশক্তি নিপীড়িত ও দলিতদের এই "রাজনৈতিক ঔদ্ধত্য" হজম করতে না পেরে কমরেড রামনরেশ রাম এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক সাথীদের প্রচণ্ড মারধোর ও হেনস্থা করে।

অনেক বছর পরে ১৯৮৯-এর লোকসভা নির্বাচনে যখন ব্যাপক সংখ্যক দলিত প্রথম ভোটদানের সুযোগ পায় এবং আরা থেকে রামেশ্বর প্রসাদকে লোকসভায় প্রথম নকশালপন্থী সাংসদ হিসেবে নির্বাচিত করে পাঠায় তখনও দানোয়ার-বিহিটা গ্রাম রক্তস্নাত হয়েছিল। নির্বাচনের ঠিক পরেই ভোটদানের অধিকারের মূল্য হিসেবে এখানে ২২ জন মানুষকে জীবন দিতে হয়।

বাথানিটোলার প্রেক্ষাপটটাও অনেকটা এরকমই। ১৯৭৮-এর পঞ্চায়েত নির্বাচনে সামন্ত-মৌলবাদী শক্তিকে হতাশ করেই সাহার ব্লকের খারাওঁ পঞ্চায়েতের মুখিয়া হন মহম্মদ ইউনুস। এই জনপ্রিয় মুখিয়ার নেতৃত্বে খারাওঁ এবং কাছেপিঠের গরিব মুসলিমরা বিশাল সংখ্যায় সি পি আই (এম এল)-এ যোগ দেন। ১৯৯৫ সালের বিধানসভা নির্বাচনে সাহার (তপসিলি জাতির জন্য সংরক্ষিত) বিধানসভা ক্ষেত্র এবং পার্শ্ববর্তী সন্দেশ বিধানসভা ক্ষেত্র থেকে প্রথমবারের জন্য বিজয়ী হয় সি পি আই (এম এল)। বিজয়ী প্রার্থীরা ছিলেন ১৯৬৭-তে সি পি আই (এম)-এর হয়ে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী সেই রামনরেশ রাম, যিনি তখন হয়ে উঠেছিলেন বিহারে সি পি আই (এম এল)-এর প্রবাদপ্রতিম নেতা এবং হলেও, কাউকেই গ্রেপ্তার করা হয়নি এবং প্রতি বছরই গণহত্যার সংখ্যা বেড়েছে। ভোজপুরের এক জনসভায় নিজের রাজনৈতিক অবস্থানকে উন্মোচন করে লালুপ্রসাদ ঘোষণা করে যে, সি পি আই (এম এল)-এর বিরুদ্ধে লড়তে তিনি শয়তানের সাথেও হাত মেলাতে প্রস্তুত আছেন।

বাথানিটোলার পর যে দ্রুতই লছমনপুর বাথে গণহত্যা ঘটল তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। ১৯৯৭-এর শেষ রাতে যখন গোটা দেশ নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে উৎসবমুখর তখন রণবীর সেনা জাহানাবাদ জেলার লছমনপুর বাথে গ্রামে প্রায় ষাট জনকে ঠাণ্ডা মাথায় গুলি করে হত্যা করে। শোন নদীর দু-ধারের অজানা ছোট জনপদ বাথানি এবং বাথে জাতীয় খবর হয়ে ওঠে। তৎকালীন রাষ্ট্রপতি কে আর নারায়ণন বাথানিটোলার ঘটনাকে 'জাতীয় লজ্জা' বলে বর্ণনা করেন। লালুপ্রসাদ বাধ্য হন রণবীর সেনার পেছনে রাজনৈতিক ও আমলাতান্ত্রিক মদতের অনুসন্ধানের জন্য এক সদস্য বিশিষ্ট বিচারপতি আমির দাসের নেতৃত্বে কমিশন গঠন করতে। কিন্তু কমিশন অভিযোগ করতে থাকে যে তার কাছে যথেষ্ট অর্থ, কর্মী বা ক্ষমতা নেই। এর মধ্যেই রণবীর সেনা যথেষ্ট পরিমাণ জনবিচ্ছিন্ন হয় এবং ২০০২ সালে ব্রহ্মেশ্বর সিং সরকারের কাছে 'আত্মসমর্পণ' করেন।

২০০৫ সালের নভেম্বরে বিহারে রাজনৈতিক পট পরিবর্তন হয় এবং বিজেপির সমর্থন নিয়ে নীতীশ কুমার মুখ্যমন্ত্রী হন। সরকারের প্রথম সিদ্ধান্তগুলোর অন্যতম ছিল আমির দাস কমিশনকে বাতিল করা। জে ডি ইউ-বিজেপি নেতাদের অনেকেই, এমনকি আর জে ডি বা কংগ্রেসের অনেক নেতাও এতে গভীর স্বস্তি পান কারণ তদন্তের জন্য এই কমিশন তাদের ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল। সরকারের দ্বিতীয় দফার সূচনাতেই জামিন পেয়ে যান ব্রহ্মেশ্বর সিং। আর এখন বাথানি গণহত্যার অভিযুক্তদের হাইকোর্ট মুক্তি দিয়ে দিলেন আর ঝুলে রইল বাথে গণহত্যার বিচারও। নীতীশ কুমার 'ন্যায়ের সঙ্গে উন্নয়ন'-এর মধুমাখা বুলি আওড়াচ্ছেন এবং তার আধা সামন্ততান্ত্রিক রাজনৈতিক অর্থনীতির ওপর বিশ্বায়ন ও কর্পোরেটীকরণ এর চকচকে পালিশ লাগানোর ওপর ভিত্তি করে কাগজে কলমে চমকপ্রদ পরিসংখ্যানগত বৃদ্ধি দেখানোর ওপরও প্রকৃত পরিবর্তন নির্ভর করে নেই।

পরিবর্তনের সূত্র রয়েছে, বাথে এবং বাথানি যে ধৈর্য, সাহস আর অধ্যাবসায় নিয়ে তাদের ন্যায়, সম্মান এবং গণতন্ত্রের জন্য লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে তার মধ্যে। এটা ঠিক যে ন্যায়, সম্মান ও গণতন্ত্র এগুলো কোন শ্রেণী নিরপেক্ষ শব্দ নয় এবং কখনই তা ধনী এবং শক্তিমানদের একচেটিয়া কোন বিষয়ও নয়। ১৯৮৬-র এপ্রিলে আরওয়াল গণহত্যার পরপর যখন কংগ্রেসী জমানায় আর একবার জালিয়ানওয়ালাবাগের পুনরাভিনয় দেখা গেল বিহারে, কমরেড বিনোদ মিশ্র লিখেছিলেন, "অজানা, অশ্রুত, ঘিঞ্জি, কাদামাখা ছোট গেঁও শহর আরওয়ালের দরিদ্রতম কৃষকদের অনাড়ম্বর মৃত্যু যখন বিহারের শাসকদের রাজনৈতিক সংকটের জন্ম দিতে শুরু করেছে, তখন নিশ্চিতভাবেই দাবি করা যায় যে নায়কেরা অবশেষে মঞ্চে আবির্ভূত হয়েছেন"। আদালতের রায় নিরপেক্ষভাবেই আরওয়াল, বাথানি বা বাথে মুছে যাচ্ছে না এবং বিহারের ন্যায় ও গণতন্ত্রের লড়াইয়ে নতুন প্রাণ সঞ্চার করে চলেছে।

১৯৭৪-এ বিহার দিল্লীর স্বৈরতন্ত্রকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিল যুবদের স্বপ্ন ও প্রতিজ্ঞার ওপর ভর করে। যখন লালুপ্রসাদের 'সামাজিক ন্যায়ের' জমানা দুর্নীতি আর গণহত্যায় অধঃপতিত হল, বিহার রুখে দাঁড়িয়ে বলে উঠেছিল সামাজিক ন্যায়ের জন্য সামাজিক পরিবর্তন জরুরী। আজ যখন নীতীশ কুমারের 'ন্যায়ের সাথে উন্নয়ন'-এর শ্লোগান দ্রুত অন্যায় আর লুঠতরাজে বদলে যাচ্ছে আর 'সুশাসন'-এর জায়গা নিচ্ছে লাগামহীন পুলিশরাজ, সমস্ত গণতন্ত্র রক্ষাকারী ও গণতন্ত্রের স্বপ্ন দেখা মানুষের কর্তব্য বাথানিটোলার মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে ন্যায় ও প্রকৃত পরিবর্তনের পতাকাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরে বিহারকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।

সিঙ্গুরের ... প্রতিক্রিয়া কি?

একের পাতার পর

সিঙ্গুরের অনিচ্ছুক কৃষক এই রিলিফ প্যাকেজকে মনে করেন অকিঞ্চিৎকর; শোভা খাঁড়া, উত্তর বাজেমেলিয়ার অনিচ্ছুক কৃষক পরিবারের গৃহবধূ বললেন, '২০০৬ সাল থেকে অর্থ নেয়নি পরিবারের লোকেরা, আজ সরকার ঘোষণা করছে মাসিক ১০০০ টাকা। এই টাকায় কি হয় আজকের বাজারে! সরকার আমাদের জমিটা ফেরত দিক'। একই অভিব্যক্তি প্রকাশ করলেন গোপালনগর পশ্চিমপাড়ার গোপাল মৈত্র ও তাঁর স্ত্রী রেনুকা মৈত্র। এঁদের মেয়ে দীপা একজন একনিষ্ঠ আন্দোলনকারী। ২ ডিসেম্বর গ্রেপ্তার বরণও করেন। এটুকুও, রেনুকা হাতে না পেলে বিশ্বাস করতে চান না। আসলে বিশ্বাসের বুনিয়াদটাই যে ভেঙ্গে দিয়েছেন 'মমতাদি'। এই পরিবারের দেড় বিঘা জমি আজ পরিত্যক্ত চারণভূমিতে পরিণত। অনিচ্ছুক কৃষকরা মনে করেন, তাদের জন্য ক্ষতিপূরণের রিলিফ প্যাকেজে অর্থের পরিমাণ অন্যদের চেয়ে বেশী না রেখে অন্যায় করেছে সরকার।

তালিকা হচ্ছে ৩৭৪৯ জনের। কিভাবে প্রস্তুত হচ্ছে এই তালিকা? এ নিয়ে বহু অভিযোগ। এখনও পর্যন্ত কোন সরকারি প্রতিষ্ঠান, পঞ্চায়েত বা বিডিও দপ্তর থেকে প্রস্তুত হচ্ছে না এই তালিকা। গ্রামে গ্রামে তৃণমূলকর্মীরা এটি তৈরী করছেন, জমা পড়ছে স্থানীয় এম এল এ-র হাতে! স্বভাবতই চলছে স্বজনপোষণ, বিকটরূপে। বাসুদেব মালিক, একজন কৃষিমজুর বললেন 'এই তালিকা গোপালনগর মাজিপাড়ায় প্রস্তুত হলেও তাঁর পাড়া, বাজেমেলিয়া-বকুলতলায় কোন কথাই হচ্ছে না।' গোপালনগর পশ্চিমপাড়ার বাসিন্দা কৃষিমজুর তথা ভ্যানচালক বিশ্বনাথ কোলে কিংবা একই গ্রামের প্রতিমা মাঝিও একই অভিযোগ জানালেন। এদের বক্তব্য 'বেছে বেছে তালিকা বানানো হচ্ছে। আমরা জানিও না'।

খোঁজ নিয়ে জানা গেল নরেগার কাজেও উদ্যোগের অভাব। ফলে ১৫/২০ দিনের বেশী কাজ হয়নি। এফিডেফিট করে বিডিওতে জমাও দিয়েছেন। এজন্য টাকাও খরচ করেছেন। আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন, তৃণমূলের ভোটার—এতো কিছুর পরও তাঁর নাম তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়নি।

তথ্যানুসন্ধানী দল গিয়েছিল দেবু মালিকের পাড়ায়—মালিকপাড়ায় দরিদ্র কৃষিমজুররা জানালেন, দেবু মালিকের পাড়া হওয়ার জন্য এ পাড়ায় সকলকেই বাদ দেওয়া হয়েছে তালিকা থেকে। সিঙ্গুরের কৃষিজমি আজ চারণক্ষেত্রে পরিণত হলেও এই দরিদ্র কৃষিমজুররা একেবারে পাঁচিল লাগোয়া এলাকায় বাস করেও যেন ক্ষতিগ্রস্ত নন! মালিকপাড়ার রামপদ সাঁতরার মতো প্রায় ১০০ ঘর বাসিন্দা আজ চরম অবহেলার শিকার। কারণ এদের আর একটা পরিচয়, এরা সেদিন ছিলেন সি পি এম সমর্থক!

সিঙ্গুরের কৃষকরা আজ মনে করেন, বেচারামরা এম এল এ হওয়ার জন্য আন্দোলনে ছিল, আজ গদি দখলের পর তাই এরা পাড়ামুখো হন না। আন্দোলনকারী মহিলারা ছিলেন হাজারে হাজারে। সর্বত্র, কৃষক রমণী থেকে কৃষিমজুর রমণীরা—আজ সবচেয়ে বেশী মমতার সমালোচক। মমতা আসেননি দীর্ঘদিন সিঙ্গুরে—এমনকি নিউ উজ্জ্বল সংঘের সামনে রাজকুমার ভুল ও তাপসী মালিকের মূর্তি বসানোর অনুষ্ঠানেও। এলে মহিলাদের প্রশ্নের মুখে পড়বেন, নিশ্চিত বলা চলে।

আজ সিঙ্গুরের জমির প্রশ্ন উচ্চ ন্যায়ালয়ের বিচারাধীন। শোনা যাচ্ছে এই সপ্তাহেই রায় ঘোষণা হবে। কৃষকদের কাছে জমি ফেরতের প্রশ্নটি আজ কৃষক স্বাভিমানের প্রশ্ন, সিঙ্গুরের মর্যাদার প্রশ্ন—অবিশ্বাসী মনেও রায়ের দিকে তাকিয়ে আছেন সকলে। একই সাথে সরকারের নতুন রিলিফ প্যাকেজ নিয়েও তৈরী হয়েছে নতুন আকাঙ্খা, নতুন প্রশ্ন। কৃষকরা চাইছেন মর্যাদাপূর্ণ রিলিফ প্যাকেজ, কৃষিমজুররা চাইছেন সমস্ত কৃষিমজুরদের অন্তর্ভুক্তি, বর্গাদাররাও চাইছেন তাদের প্রতি সরকারি বঞ্চনার

অবনতি হচ্ছে দেশের আর্থিক অবস্থার 'উন্নতি' হচ্ছে অর্থমন্ত্রীর

রাষ্ট্রপতি নির্বাচন নিয়ে নাটক যখন তুঙ্গে উঠেছে, ইউ পি এ-২ থাকবে না যাবে, মমতা ব্যানার্জী প্রণব মুখার্জীর যাত্রা ভঙ্গ করতে গিয়ে নিজের নাক কতটা কাটলেন, এইসব 'গুরুত্বপূর্ণ' প্রশ্ন নিয়ে যখন খবরের কাগজে পাতার পর পাতা আর টিভির নিউজ চ্যানেলে ঘন্টার পর ঘন্টা সময় ব্যয়িত হচ্ছে সেই সময়ে ভারতীয় অর্থনীতির টালমাটাল অবস্থার কথা নিয়ে আলোচনা করে রঙ্গভঙ্গ করা কতটা উচিৎ কাজ হবে তা নিয়ে একটু ধন্দে পড়েছি। এটা তো প্রমাণিত সত্য যে দৈনিক কুড়ি টাকা ব্যয় করতে না পারা দেশের ৭৭ শতাংশ মানুষের চেয়ে পাঁচ বছরে কেবল বিদেশ সফরে কয়েকশো কোটি সরকারি টাকা ব্যয় করা রাষ্ট্রপতি প্রথাগত মিডিয়া মালিকদের অনেক কাছের মানুষ। তাই প্রণববাবুকে নিয়ে আলোচনায় তার যোগ্যতা নির্ধারণে অর্থমন্ত্রী হিসেবে তাঁর কার্যকলাপ কদাচিৎ উচ্চারিত হচ্ছে। কিন্তু ভারতের সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক অবস্থা জানান দিচ্ছে যে সামনের দিনগুলো আমজনতার পক্ষে আরও দুঃখজনক হয়ে উঠতে চলেছে। বিশ্বের আর্থিক রেটিং সংস্থা গোল্ডম্যান স্যাকস, স্ট্যাণ্ডার্ড এণ্ড পুওর, ফিচ ইত্যাদি ক্রমাগত ভারতের বিনিয়োগের অবস্থাকে খারাপ বলে চিহ্নিত করছে, দেশে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কর্তারা মাথার চুল ছিঁড়ে টাক তৈরী করে ফেলেও তা আর বাগে আনতে পারছেন না, ১৩ বার সুদের হার বাড়িয়েও নয়; টাকার দাম ডলারের নিরীখে কমছে তো কমছেই, পেট্রোলের দাম আন্তর্জাতিক বাজারে কমলেও দেশে বাড়ছে। সেই সময়ে খবরের কাগজের পাতার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ বরাদ্দ হচ্ছে দেশের অর্থনীতির হালহকিকত নিয়ে, আর হলেও সামগ্রিকে ৬৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ঠিক সেইভাবে হিসেব করলে তা গত একবছরে মাত্র ০.১ শতাংশ বেড়েছে, যা খুবই কম। আরও উল্লেখযোগ্য যে ২০১১-র মার্চের থেকে ২০১২-র মার্চ মাস পর্যন্ত বছরে ৩.২ শতাংশ কমেছিল। আবার ২০১২-এর মার্চের তুলনায় এপ্রিল মাসে শিল্পোৎপাদন ১১ শতাংশ কমেছে। একইসঙ্গে দেশের আর্থিক বৃদ্ধির হারও ২০১১-১২ আর্থিক বছরে কমে ৬ শতাংশের আশেপাশে দাঁড়িয়েছে। গত একবছরে উদ্বেগজনকভাবে কমেছে মূলধনী দ্রব্যের শিল্পোৎপাদন, প্রায় ১৬.৩ শতাংশ, আর গত মার্চের নিরীখে এপ্রিল মাসের মূলধনী দ্রব্যের উৎপাদন কমেছে ২৯.১ শতাংশ। অন্যদিকে বুনিয়াদী দ্রব্য, ভোগ্যপণ্য, স্থায়ী ভোগ্যপণ্য, অস্থায়ী ভোগ্যপণ্য এগুলোর বাৎসরিক উৎপাদন বেড়েছে যথাক্রমে ২.৩, ৫.২, ৫.০ ও ৪ শতাংশ হারে। আসলে মূলধনী দ্রব্য উৎপাদনের হ্রাসই শিল্পোৎপাদনকে কমিয়ে দিয়েছে। এর ফলে আগামীদিনে শিল্প বিনিয়োগ কমবে কেননা শিল্পে বিনিয়োগের অর্থ মূলধনী দ্রব্যের বাড়তি উৎপাদন। শিল্পে বিনিয়োগ কমার অর্থ কর্ম সংস্থান হ্রাস, আর তার ফল হিসেবে সামগ্রিক উৎপাদন কম। এই বিষচক্র থেকে বেরিয়ে আসার কোন সমাধান অবশ্য বর্তমান অর্থমন্ত্রী দিতে পারেননি, আর তা না দিয়েই তিনি 'প্রমোশন' পেয়ে রাইসিনা হিলসে চললেন। অবশ্য আর্থিক নীতি না পাল্টে ভবিষ্যৎ অর্থমন্ত্রীও যে কিছু করতে পারবেন না তা জানা কথা। দেশটাই এখন ফাটকাবাজদের হাতে চলছে। বেশ কয়েকদিন ধরেই শেয়ার বাজারের অবস্থা খারাপ, ক্রমাগত শেয়ারের দাম পড়ছিল। এটা ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, আই আই পি কমলে বা

জানালেন। এদের বক্তব্য বেছে বেছে তালিকা বানানো হচ্ছে। আমরা জানিও না'।

খোঁজ নিয়ে জানা গেল ন্রেগার কাজেও উদ্যোগের অভাব। ফলে ১৫/২০ দিনের বেশী কাজ হয়নি।

তারাপদ কোলের কথা আমাদের সকলেরই জানা থাকার কথা। গোপালনগর পশ্চিমপাড়ার এই অনথিভুক্ত বর্গাদার সি পি আই (এম এল)-এর নেতৃত্বে অনথিভুক্ত বর্গাদারদের দাবিকে সামনে আনতে (আন্দোলন চলাকালীন ২০০৬ সালের শেষদিকে) টাটার দখলে থাকা জমিতে লালঝাণ্ডা পুঁতেছিলেন। খবরটি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। এরপর সরকারও বাধ্য হয়েছিল বর্গাদার ও কৃষিমজুরদের জন্য স্বতন্ত্র প্যাকেজ ঘোষণা করতে। এই তারাপদ কোলের মতো কয়েকশো অনথিভুক্ত বর্গাদারের নাম তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে না। কারণ, সরকার শুধুমাত্র কৃষিমজুর ও কৃষকদের জন্য রিলিফ ঘোষণা করেছে, এমনটাই বলা হচ্ছে তাদের। স্বভাবতই প্রতিনিধি দলের সামনে ক্ষোভ উগরে দিলেন—তারাপদ কোলে, অস্টু সাঁতরা, গোপালচন্দ্র কোলে, জয়দেব কোলে, মোহন বাগের মতো অনথিভুক্ত বর্গাদাররা। অষ্টু সাঁতরা জানালেন তিনি দেড়বিঘা জমিতে বর্গায় চাষ করতেন;বর্গাদার হিসাবে প্যাকেজ নিয়েও তৈরী হয়েছে নতুন আকাঙ্খা, নতুন প্রশ্ন। কৃষকরা চাইছেন মর্যাদাপূর্ণ রিলিফ প্যাকেজ, কৃষিমজুররা চাইছেন সমস্ত কৃষিমজুরদের অন্তর্ভুক্তি, বর্গাদাররাও চাইছেন তাদের প্রতি সরকারি বঞ্চনার অবসান। সকলেই চাইছেন স্বজনপোষণমুক্ত, সরকারি তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত তালিকা। সেদিনের সি পি এম সমর্থক গরিব মানুষও আজ একই অচলাবস্থা, আর্থিক-সামাজিক দুর্দশার শিকার। স্বভাবতই এরাও চাইছেন রিলিফের অধিকার। এগুলো শুধুই আর্থিক চাওয়ার প্রশ্ন নয়, এগুলো সিঙ্গুরের মতো আন্দোলন ক্ষেত্রে স্বাভিমানেরও প্রশ্ন! একসময় সিঙ্গুর আত্মঘোষণা করেছিল বহুজাতিক টাটা সহ কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের শক্তিশালী আঁতাতের বিরুদ্ধে দুরন্ত সাহসে, নৈতিকতায়—খাড়াখাড়ি বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল সিঙ্গুর, শ্রেণীযুদ্ধে। আজ তৃণমূল কংগ্রেসের ক্ষমতা দখলের ১ বছর পর আরও বেশী ঋদ্ধ, স্বচ্ছ কৃষক চেতনা। নামমাত্র রিলিফ বিতরণে এই চেতনাকে কলুষিত করা সম্ভব নয়, বরং শাসকশ্রেণীর ধূর্তামির বিরুদ্ধে তা আরও জনরোষের জন্ম দিতে বাধ্য—নতুন রূপে। অপেক্ষায় রয়েছে সিঙ্গুর—উন্নততর প্রত্যুত্তরের খোঁজে।

কমছেই, পেট্রোলের দাম আন্তর্জাতিক বাজারে কমলেও দেশে বাড়ছে। সেই সময়ে খবরের কাগজের পাতার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ বরাদ্দ হচ্ছে দেশের অর্থনীতির হালহকিকত নিয়ে, আর হলেও তা এক-আধ দিনের জন্য। তাই কয়েকদিন আগে যখন ভারতের শিল্পোৎপাদনের সূচকের হিসেবে শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধির হার ২০১১-এর এপ্রিল থেকে ২০১২-এর এপ্রিল পর্যন্ত ০.১ শতাংশে এসে ঠেকল তখন আমাদের ভবিষ্যৎ এক নম্বর নাগরিক কোন এক বণিক সভার আলোচনায় উদ্বেগ প্রকাশ করলেন। ব্যাস হয়ে গেল। অবশ্য উনি এখন রাইসিনা হিলসের তিন শতাধিক কামরা বিশিষ্ট প্রাসাদে প্রবেশ নিয়ে অনেক বেশী চিন্তিত।

কিন্তু আমজনতার কাছে, শিল্পোৎপাদনের সূচক (আই আই পি) শব্দটি অর্থবহ না হলেও বেশ গুরুত্বপূর্ণ। এখন যে আই আই পি নিয়ে কথা হয় তার ভিত্তি বৎসর ২০০৪-০৫ আর্থিক বর্ষ। ঐ বছরের (আই অই পি-কে ১০০ ধরে) নিরীখে শিল্পোৎপাদনের অগ্রগতি মাপা হয়। যেমন, ২০১২ সালের এপ্রিলে ঐ সূচক হয়েছে ১৬৬.৪;অর্থাৎ গত ৭ বছরে ভারতের সামগ্রিক শিল্পোৎপাদন গড়ে বছরে ৭ শতাংশের কিছু বেশী হারে বেড়ে ৭ বছরে কথা। দেশটাই এখন ফাটকাবাজদের হাতে চলছে। বেশ কয়েকদিন ধরেই শেয়ার বাজারের অবস্থা খারাপ, ক্রমাগত শেয়ারের দাম পড়ছিল। এটা ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, আই আই পি কমলে বা আশানুরূপ না বাড়লে তা অর্থনীতিতে সংকট চিহ্নিত করবে ফলে শেয়ার বাজার আরও ধ্বসে পড়বে। কিন্তু ঘটেছিল বিপরীতটা। আই আই পি ঘোষিত হওয়ার পরে ফাটকাবাজরা ধরে নিয়েছিল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সুদের হার কমাবে, আর সেই প্রত্যাশায় শেয়ার বাজারে শেয়ারের দাম বাড়তে শুরু করেছিল। কিন্তু সুদের হার না কমানোয় তা আবার কমতে শুরু করেছে।

সব মিলিয়ে এক উভয় সঙ্কটে রয়েছে আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থা। সুদ কমালে মুদ্রাস্ফীতির আশঙ্কা, না কমালে শিল্পোৎপাদন না বাড়ার সম্ভাবনা। সুদ না বাড়ালে বা সুদ কমালে বিদেশী আমানতের না আসার আশঙ্কা আর তা না আসলে টাকার দামের পতন, সব মিলিয়ে মুক্ত বাজার অর্থনীতির সব লুকোনো রোগগুলোই প্রকট হচ্ছে। এই সময়ে অর্থমন্ত্রীর তো 'উন্নতি' হল। ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির কী হবে!

- অমিত দাশগুপ্ত

উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহনের অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিক-কর্মচারীদের আন্দোলন

উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন থেকে অবসরপ্রাপ্ত প্রায় ২৫০০ শ্রমিক-কর্মচারী বিগত বছরের নভেম্বর মাস থেকে (সাত মাস) তাঁদের প্রাপ্য পেনশন পাচ্ছেন না। গত ২০০০ সালের ২৯ আগস্ট দি কলকাতা গেজেট এক্সট্রাঅর্ডিনারী নোটিফিকেশন নাম্বার ৩২৬/এন বি এস টি সি/সি ও বি/২০০০-০১ এবং ৩২৭/এন বি এস টি সি/সি ও বি/২০০০-০১-এর মাধ্যমে তাঁরা পেনশন স্কীমে বিধিবদ্ধ ভাবে অন্তর্ভুক্ত হন। পরিবর্তনপন্থী সরকার ক্ষমতায় বসার মাত্র এক বছরের মধ্যেই ব্যয় সঙ্কোচের দোহাই দিয়ে ছেঁটে ফেলছেন কর্মরত কয়েকজন ঠিকা শ্রমিক, ৫০ শতাংশ কর্মরত শ্রমিকদের মাথায় স্বেচ্ছা অবসরের খড়্গ ঝুলিয়ে রাখা হচ্ছে, সরকারি ভর্তুকি তুলে নিয়ে সংস্থাটিকে রুগ্ন করা এবং সেইসূত্রে লাভজনক বাসরুটগুলোকে বেসরকারি মালিকদের হাতে বিলিয়ে দেওয়া চলছে। আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছেন অস্থায়ী ও স্থায়ী কর্মচারীদের মধ্যে অনেকে।

অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীরা তাদের সংগঠন নর্থ বেঙ্গল স্টেট ট্রান্সপোর্ট পেনশনার্স অ্যাসোসিয়েশনের ব্যানারকে সামনে রেখে পরিশেষে পথে নামতে বাধ্য হলেন অশক্ত শরীরকে উপেক্ষা করেই। পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হল ১৮ জুন শিলিগুড়ি ডিপো থেকে স্থানীয় হাসমিচক অবধি। সরকারের শ্রমিক মারা নীতির বিরুদ্ধে এক প্রতিবাদী প্রচারসভা সংগঠিত হল সেখানে। বক্তব্য রাখলেন অ্যাসোসিয়েনের নেতৃবৃন্দ। মহকুমা শাসকের দপ্তরে প্রতিনিধি ডেপুটেশনের মারফত দাবিসনদ পাঠানো হল রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে। পদযাত্রায় সামিল হয়ে সভায় বক্তব্য রেখে লড়াকু শ্রমিক-কর্মচারীদের আন্দোলনে সংহতি জানানো হল সোচ্চারে এ আই সি সি টি ইউ দার্জিলিং জেলার পক্ষ থেকে। উপস্থিত ছিলেন জেলা সম্পাদক মোজাম্মেল হক ও সভাপতি অভিজিৎ মজুমদার।

বামপন্থার বিতর্ক বুঝতে
সংগ্রহ করুন
বামফ্রন্ট সরকারের পতন ও বামপন্থী পুনরুজ্জীবনের চ্যালেঞ্জ
(দ্বিতীয় সংস্করণ)
প্রতিবেদন ঃ সুমন্ত ব্যানার্জী।।
প্রভাত পটনায়েক।। হীরেন গোহাইঁ।।
দীপঙ্কর ভট্টাচার্য।। অরিন্দম সেন।।
সারা ভারত বাম সমন্বয়ের "দিল্লী ঘোষণা"
সি পি আই (এম)-এর বিংশতি কংগ্রেসের রাজনৈতিক প্রস্তাবের পর্যালোচনা
মূল্য ঃ ১৫ টাকা

নোনাডাঙ্গার বস্তিবাসীদের ওপর তৃণমূলী হামলা

গত ৩০ মার্চ কলকাতা পুরসভার ১০৮ নং ওয়ার্ডের অন্তর্গত নোনাডাঙ্গা মৌজার ২৮৯ নং খতিয়ানের ৫৩১ নং প্লট থেকে পুলিশ দিয়ে জোর করে ঐখানে বসবাসকারী প্রায় ১৮০টি পরিবারের ঘরবাড়ি ভেঙ্গে-গুঁড়িয়ে-জ্বালিয়ে দেওয়ার পর থেকে বস্তি উচ্ছেদ বিরোধী আন্দোলনের ওপর একের পর এক পুলিশী হামলা, গ্রেপ্তারি, মিথ্যা মামলার সাথে সাথে সম্প্রতি শুরু হয়েছে শাসক তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে উচ্ছেদ হওয়া বস্তিবাসীদের ভয় দেখানো ও তাঁদের ওপর শারীরিক হামলার ঘটনা। প্রায় আড়াই মাস হতে চললেও এখনও পর্যন্ত সরকারের দিক থেকে বস্তিবাসীদের পুনর্বাসনের কোন ব্যবস্থা না হওয়ায় এবং উল্টে সংশ্লিষ্ট জমিটির চারপাশে পাঁচিল তুলে বস্তিবাসীদের পানীয় জল নেওয়ার পথটুকুও বন্ধ হওয়ার উপক্রম হওয়ায়, বস্তিবাসীরা ১৫ জুন সল্ট লেকের প্রশাসন ভবনে কে এম ডি এ দপ্তরের সামনে এক গণ অবস্থান ও ডেপুটেশন কর্মসূচী নিতে বাধ্য হন। এই কর্মসূচী ঘোষিত হওয়ার পরপরই হঠাৎ স্থানীয় ১০৭ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সুশান্ত (স্বরূপ) ঘোষের পক্ষ থেকে ১৩ জুন তাঁর সঙ্গে কথা বলার জন্য বস্তিবাসীদের কাছে নির্দেশ আসে। সেইমত বস্তিবাসীদের প্রতিনিধিরা তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য গেলে তিনি জানান যে কতগুলি শর্ত সাপেক্ষে বস্তিবাসীদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হবে। আপাতত তাঁদের ছাউনি করে দেওয়া হবে এবং পরে পাকা ফ্ল্যাটে থাকার ব্যবস্থা করা হবে, তবে সেগুলি কোন অঞ্চলে তা তিনি জানাননি। শর্তগুলি হল— বস্তিবাসীদের তৃণমূল কংগ্রেস করতে হবে, বলতে হবে টাকা দিয়ে তাঁদের সেখানে বসানো হয়েছে এবং তাঁরা রাজ্য সরকারের সঙ্গে আছেন এবং বহিরাগত, অর্থাৎ যে সব রাজনৈতিক বা গণতান্ত্রিক শক্তি তাঁদের আন্দোলনের পাশে দাঁড়িয়েছে, তাদের মাঠ থেকে বের করে দিতে হবে।

এর পরের দিনও, অর্থাৎ ১৪ জুন বস্তিবাসীদের প্রতিনিধিদের আবারও ডেকে পাঠান উক্ত কাউন্সিলর। এবার তিনি হুমকি দিয়ে ১৫ জুনের কে এম ডি এ অভিযান কর্মসূচী বাতিল করার নির্দেশ দেন এবং তাঁর আগের শর্তগুলির পুনরাবৃত্তি করেন। সেই রাতেই পরে পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমও সেখানে উপস্থিত হন এবং তিনিও হুমকি দিয়ে বলেন, ঐ কর্মসূচী বাতিল করতে হবে, বাইরের রাজনৈতিক শক্তিগুলিকে মাঠ থেকে বার করে দিতে হবে, তৃণমূল কংগ্রেস সংগঠন করতে হবে—নাহলে চরম শাস্তি পেতে হবে বস্তিবাসীদের। তিনি আরও বলেন যে, মাত্র ৩০/৩৫ টি পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়া হবে। এ সব সত্ত্বেও বস্তিবাসীরা নিজেদের কর্মসূচীতে অবিচল থাকার সিদ্ধান্ত নেন এবং সেইমত সকাল থেকে দলে দলে সল্ট লেকের প্রশাসন ভবনের দিকে যাত্রা শুরু করার প্রস্তুতি নেন। কিন্তু সকাল থেকেই উক্ত কাউন্সিলরের নেতৃত্বে বস্তিবাসীদের ওপর তৃণমূল কংগ্রেস গুণ্ডাদের মারধোর শুরু হয়। প্রথমে বাপি মণ্ডল নামে উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটির কার্যকরী সভাপতিকে মাঠের মধ্যেই নির্মমভাবে লাঠিসোটা দিয়ে পেটানো হয় এবং তিনি গুরুতর আহত হন। নোনাডাঙ্গায় ঢোকা ও বেরোনোর সবকটি পথে তৃণমূল কংগ্রেস গুণ্ডাদের মোতায়েন করা হয়, যাতে তারা বস্তিবাসীদের এম ডি এ দপ্তরের দিকে যাওয়াকে আটকাতে পারে। একদল বস্তিবাসী মহিলা কে এম ডি এ অভিযান কর্মসূচীতে যোগ দেওয়ার জন্য যাত্রা করার উপক্রম করলে তৃণমূলী গুণ্ডারা তাঁদের ওপরও শারীরিক হামলা চালায়, তাঁদের মারধোর করে, জামাকাপড় ছিঁড়ে দেয় ও আহত করে। পুলিশের চোখের সামনেই এইসব ঘটনা ঘটতে থাকে এবং পুলিশ সম্পূর্ণ নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে। এরপরে বাইরে থেকে আন্দোলনের সমর্থনকারী এক যুবক এলাকায় ঢোকবার মুখে তৃণমূলী গুণ্ডাদের হামলার শিকার হন এবং তাঁকে মারধোর করে রক্তাক্ত করে এলাকা ছাড়তে বাধ্য করা হয়।

এইসব ঘটনা পরিষ্কারভাবে দেখিয়ে দিচ্ছে, বর্তমান সরকার কোন ধরনের গণতান্ত্রিক প্রতিবাদ বরদাস্ত করতে প্রস্তুত নয় এবং কখনও পুলিশ দিয়ে, কখনও দলীয় গুণ্ডাদের দিয়ে আন্দোলনকারীদের ওপর হামলা নামিয়ে সরকার এইসব আন্দোলনগুলির মোকাবিলা করতে চায়। এর আগে নোনাডাঙ্গার বস্তি উচ্ছেদকে কেন্দ্র করে প্রতিবাদী মিছিল-মিটিং-এর ওপর অন্যায় নিষেধাজ্ঞা জারী করে একের একের পর ঘটনায় পুলিশী লাঠিচার্জ, গ্রেপ্তার ও মিথ্যা মামলা চালিয়েছে। আর তাতেও আন্দোলনকে দমাতে সফল না হওয়ায় এখন শুরু হয়েছে দলীয় গুণ্ডাদের দিয়ে হুমকি দেওয়া ও শারীরিক হামলা চালানো। সি পি আই (এম এল) এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছে এবং অবিলম্বে সাম্প্রতিক হামলার প্রধান হোতা ১০৭ নং ওয়ার্ডের তৃণমূলী কাউন্সিলর সুশান্ত (স্বরূপ) ঘোষ সহ সমস্ত হামলাকারীদের গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়েছে। পার্টি এও দাবি জানিয়েছে যে, আন্দোলনকারীদের ওপর থেকে সমস্ত মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করা হোক, যে দু জন আন্দোলনকারী, অর্থাৎ দেবলীনা চক্রবর্তী ও অভিজ্ঞান সরকারকে পুরনো সাজানো মামলায় এখনও বন্দী করে রাখা হয়েছে, তাঁদের নিঃশর্ত মুক্তি দেওয়া হোক ও সরকার এবং কে এম ডি এ-র পক্ষ থেকে অবিলম্বে উচ্ছেদ হওয়া বস্তিবাসীদের

কে এম ডি এ-র বয়ানে নোনাডাঙ্গার ভবিষ্যৎ

পুলিশী হয়রানির বিরুদ্ধে তিলজলা থানায় ডেপুটেশন

নোনাডাঙ্গা আন্দোলন নিয়ে পার্টির নেতা ও কর্মীদের ওপর পুলিশের একের পর এক মিথ্যা মামলা ও গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে গত ১৪ জুন কলকাতা জেলা কমিটির পক্ষ থেকে তিলজলা থানার ও সি-র কাছে এক ডেপুটেশন দেওয়া হয়। ডেপুটেশনে পার্টির পাঁচ সদস্যের প্রতিনিধিদলের মধ্যে ছিলেন অমলেন্দু ভূষণ চৌধুরী, সুকান্ত মণ্ডল, প্রবীর দাস, বাবুন চ্যাটার্জী ও ইন্দ্রাণী দত্ত। পার্টির পক্ষ থেকে এক স্মারকলিপি দিয়ে মিথ্যা অভিযোগে ৯ এপ্রিল শান্তিপূর্ণ অবস্থান থেকে বাবুন চ্যাটার্জীর গ্রেপ্তার ও ১৪ দিনের কারাবরণ এবং ১১ মে পথসভায় বক্তব্য রাখার জন্য দিবাকর ভট্টাচার্য ও ইন্দ্রাণী দত্তের বিরুদ্ধে সাজানো মামলা দায়ের করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো হয়। ও সি-র পক্ষ থেকে অতিরিক্ত ও সি জানান যে, তাঁরা যা করছেন, তা সবই উপরতলার নির্দেশে এবং নোনাডাঙ্গায় কে এম ডি এ যা যা করছে, তা পুলিশকে আগাম না জানিয়েই করছে। প্রতিনিধিদলের পক্ষ থেকে সবকটি মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করে নেওয়ার দাবি রাখা হয় এবং পাঁচিল তোলা আশু বন্ধ রেখে উচ্ছেদ হওয়া মানুষদের সাথে আলাপ আলোচনার ভিত্তিতে কে এম ডি এ কর্তৃপক্ষ যাতে দ্রুত একটা পুনর্বাসনের ব্যবস্থা নেয়, তার জন্য পুলিশকে উদ্যোগ নিতে দাবি জানানো হয়।

হবে টাকা দিয়ে তাঁদের সেখানে বসানো হয়েছে

বস্তিবাসী মহিলা কে এম ডি এ অভিযান কর্মসূচীতে

কে এম ডি এ-র বয়ানে নোনাডাঙ্গার ভবিষ্যৎ

২০০৫ সালের তথ্যের অধিকার আইনের অধীনে কলকাতা মেট্রোপলিটান অথরিটি (কে এম ডি এ)-র কাছ থেকে আজকের দেশব্রতী পত্রিকার পক্ষ থেকে নোনাডাঙ্গার স)শ্লিষ্ট জমিটিতে ও আশেপাশের অঞ্চলে যে যে প্রকল্প গড়ার প্রস্তাব রয়েছে, তার সম্পর্কে তথ্য চাওয়া হয়। পাঠকদের জ্ঞাতার্থে প্রশ্নগুলি ও সেগুলি সম্পর্কে কে এম ডি এ কর্তৃপক্ষের দেওয়া উত্তর নীচে প্রকাশ করা হল।

প্রশ্ন-১ ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগণার নোনাডাঙ্গা মৌজার অন্তর্গত জে এল নং-১০ এবং ১০৮ নং ওয়ার্ডের খতিয়ান নং-২৮৯ এর অধীনস্থ সি এস দাগ নং-৫৩১ (সংশ্লিষ্ট জমিটি—সম্পাদকমণ্ডলী)-তে কোন কোন প্রকল্প গড়ার কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে এবং যে সব ভেণ্ডারকে প্রকল্পটি বরাদ্দ করা হয়েছে তাদের নাম কি, আনুমানিক খরচ কত এবং কতদিনের মধ্যে প্রকল্পের কাজ শেষ করতে হবে?

উত্তর ঃ (প্রকল্পের কোন বিবরণ দেওয়া হয়নি—সম্পাদকমণ্ডলী)। প্রধান প্রধান ভেণ্ডারদের নাম—(ক) মধুমিতা কনস্ট্রাকশন প্রাইভেট লিমিটিড, (খ) মিলেনিয়াম রোড কনস্ট্রাকশন, (গ) সুমন কনস্ট্রাকশন, (ঘ) নিউ লুক কনস্ট্রাকশন, (ঙ) স্বস্তিকা কনস্ট্রাকশন, (চ) চ্যাটার্জী অ্যাণ্ড সনস্, (ছ) সহস্রাব্দ ইঞ্জিনিয়ার্স কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড ইত্যাদি। আনুমানিক খরচ—৫১২৪.৬৭ লক্ষ টাকা। প্রকল্প শেষের সময়সীমা—মার্চ, ২০১৪।

প্রশ্ন-২ ঃ নোনাডাঙ্গা মৌজার অন্যান্য অংশে কে এম ডি এ আর কি কি প্রকল্প গড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে?

উত্তর ঃ বর্তমানে কে এম ডি এ-র বি এস ইউ পি সেক্টরের নোনাডাঙ্গা মৌজার অন্যান্য অংশে অন্য কোন প্রকল্প হাতে নেওয়ার কোন সিদ্ধান্ত নেই (প্রশ্নটাকে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে, কারণ কে এম ডি এ-র ওয়েবসাইট অনুসারে আশেপাশের সমস্ত জমিতেই বড় বড় প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে—সম্পাদকমণ্ডলী)।

প্রশ্ন-৩ ঃ জে এন এন ইউ আর এম প্রকল্পের অধীনস্থ বি এস ইউ পি প্রকল্পের নির্দেশিকা অনুসারে ঐ সমস্ত জমিতে বসবাসকারী মানুষদের পুনর্বাসনের কোন পরিকল্পনা নেওয়া হয়ে থাকলে তার বিশদ বিবরণ কি?

উত্তর ঃ বর্তমানে কে এম ডি এ-র বি এস ইউ পি সেক্টর আর কোন জায়গায় পুনর্বাসনের কোন কাজ হাতে নেবে না (অর্থাৎ, সংশ্লিষ্ট জমিটি থেকে যে সব মানুষ উৎখাত হবেন, তাঁদের পুনর্বাসনের কোন পরিকল্পনা বর্তমানে কে এম ডি এ-র নেই—সম্পাদকমণ্ডলী)।

প্রশ্ন-৪ ঃ বি এস ইউ পি প্রকল্পের অধীনে যে ২৮৪৮টি বাসগৃহ ইউনিট নোনাডাঙ্গায় নির্মাণ করার প্রস্তাব ছিল, তার মধ্যে কতগুলি সুবিধাভোগীদের মধ্যে বিলি করা হয়েছে এবং পয়ঃপ্রণালী, নিকাশী ব্যবস্থা, রাস্তা, সীমানা পাঁচিল, কালভার্ট, সৌন্দর্যায়ন, রাস্তার লাইট, বিদ্যুৎ সংযোগ, জল সরবরাহ ইত্যাদির মত বাসোপযোগী পরিকাঠামো নির্মাণের কাজ কতটা সম্পূর্ণ হয়েছে এবং তা না হয়ে থাকলে, কতদিনে তা সম্পূর্ণ হবে?

উত্তর ঃ (ক) আজ পর্যন্ত (উত্তরের তারিখ-১০ মে, ২০১২—সম্পাদকমণ্ডলী) সম্পূর্ণ হওয়া ফ্ল্যাটের সংখ্যা—২০৮০, (খ) আজ পর্যন্ত সুবিধাভোগীদের মধ্যে বিলি করা ফ্ল্যাটের সংখ্যা—১৬৩২, (গ) শতকরা হিসাবে আজ পর্যন্ত সম্পূর্ণ হওয়া বাসোপযোগী পরিকাঠামোর পরিমাণ—৬০ শতাংশ (আনুমানিক), (ঘ) বাসোপযোগী পরিকাঠামো নির্মাণের সময়সীমা—মার্চ, ২০১৪।

অভিজ্ঞান সরকারকে পুরনো সাজানো মামলায় এখনও বন্দী করে রাখা হয়েছে, তাঁদের নিঃশর্ত মুক্তি দেওয়া হোক ও সরকার এবং কে এম ডি এ-র পক্ষ থেকে অবিলম্বে উচ্ছেদ হওয়া বস্তিবাসীদের সাথে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে তাঁদের সুষ্ঠু পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হোক।

এই ঘটনা থেকে আন্দোলনের একটা উল্লেখযোগ্য সফলতার দিক বেরিয়ে আসছে। যত অসম্পূর্ণই হোক, গত আড়াই মাসের এই আন্দোলনে এই প্রথম সরকারী কোন প্রতিনিধির দিক থেকে পুনর্বাসনের কোন প্রস্তাব দেওয়া হল এবং পুর প্রতিনিধি উচ্ছেদ হওয়া মানুষদের সাথে সরাসরি এ নিয়ে কথা বলতে বাধ্য হলেন। বস্তিবাসীদের অনমনীয় সংগ্রামী মনোভাব, সংগ্রামের গণতান্ত্রিক রূপ এবং সংগ্রামের প্রতি ব্যাপক গণতান্ত্রিক মহলের সমর্থনের দরুণই এটা সম্ভব হয়েছে। এটা বজায় রাখতে পারলে ও আন্দোলনকে বিস্তৃততর পরিধিতে ছড়িয়ে দিতে পারলে, সরকারকে নমনীয় করা সম্ভব। তৃণমূলী গুণ্ডাদের হামলার মধ্যেও রয়েছে চরম অসহিষ্ণুতার প্রতিফলন। জমিটি নির্মাণকাজের জন্য ইতিমধ্যেই ভেণ্ডার নির্বাচন সারা হয়ে গেছে (বক্স দ্রষ্টব্য) এবং দ্রুত সেটি তাদের হাতে তুলে দেওয়ার আশু বাধ্যবাধকতা সরকারের দিক থেকে রয়েছে। তাই সরকারের ওপর চাপ বাড়িয়ে তুলে পুনর্বাসনের সমস্যাটির সমাধান করার জন্য আন্দোলনকারীদের উদ্যোগ নিতে হবে।

আন্দোলনের মধ্যে কিছু উদ্বেগের দিকও রয়েছে। নোনাডাঙ্গার আন্দোলন পরিচালিত হচ্ছে প্রধানত 'উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটি' এবং 'নোনাডাঙ্গা উচ্ছেদ বিরোধী সংহতি মঞ্চ'-র মাধ্যমে। আন্দোলনের শুরুতে প্রতিরোধ কমিটির মূল নেতৃত্বে উচ্ছেদ হওয়া মানুষদের প্রতিনিধিরা থাকলেও, পরবর্তীতে আন্দোলনের রাশ চলে যায় সহায়ক কিছু রাজনৈতিক শক্তির হাতে। ফলে আন্দোলনটির মধ্যে কখনও হঠকারিতা, কখনও আপোষকামিতার কিছু কিছু লক্ষণ দেখা দেয়। পার্টির কলকাতা জেলা কমিটি মনে করে, উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটির নেতৃত্ব আবার

সাথে আলাপ আলোচনার ভিত্তিতে কে এম ডি এ কর্তৃপক্ষ যাতে দ্রুত একটা পুনর্বাসনের ব্যবস্থা নেয়, তার জন্য পুলিশকে উদ্যোগ নিতে দাবি জানানো হয়।

সংগ্রামরত ভুক্তভোগী মানুষদের হাতে তুলে দেওয়া উচিত। সংহতি মঞ্চ টি গড়ে উঠেছে মূলত সহায়ক শক্তিগুলিকে নিয়ে এবং তাতে সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ উচ্ছেদের শিকার আশেপাশের বস্তিগুলির মানুষকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য কলকাতা জেলা পার্টির দিক থেকে চেষ্টা চালানো হচ্ছে। শুরু থেকেই পার্টি আন্দোলনটির সামনের সারিতে যুক্ত থাকলেও, আন্দোলনটিকে ধরে শ্রেণী সংগঠন ও গণ সংগঠনগুলির বিস্তার ঘটানো তথা গোটা অঞ্চলে বসবাসকারী মেহনতি মানুষদের মধ্যে নিজের স্বাধীন রাজনৈতিক প্রভাব বাড়ানোর ক্ষেত্রে পার্টি এখনও সেভাবে সফল হতে পারেনি। দীর্ঘমেয়াদি দিক থেকে আন্দোলনটিকে টিকিয়ে রাখতে হলে, এটা খুবই প্রয়োজন এবং প্রয়োজন সুচিন্তিত, সংগঠিত ও পরিকল্পিত কাজের বিকাশ ঘটানো। নইলে আন্দোলনের মধ্যে হয় নৈরাজ্যবাদী প্রবণতা, নতুবা আত্মসমর্পণবাদী প্রবণতা বাড়তে থাকবে এবং আন্দোলন শেষ পর্যন্ত মুখ থুবড়ে পড়তে পারে।

- সুকান্ত মণ্ডল

সি পি আই (এম-এল)-এর

হিন্দি কেন্দ্রীয় মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

লোকযুদ্ধ -র গ্রাহক হোন

গ্রাহক মূল্য বার্ষিক ১৪০ টাকা

সি পি আই (এম-এল) কেন্দ্রীয় কমিটি প্রকাশিত

ইংরাজী সাপ্তাহিক **'আপডেট'** পড়ুন

গ্রাহক মূল্য ঃ ৫০ টাকা

বিহারে পুর্ণিয়ায় জমির লড়াই

বিহারে সি পি আই (এম এল)-এর পুর্ণিয়া জেলা সম্মেলন উপলক্ষে ১৫ মার্চ জেলা সদরে এক মিছিল হয়। শ্লোগান ছিল "সমস্ত সরকারি, ভাগচাষ ও ভূদান জমিতে ঝাণ্ডা পুঁতে দাও, সমস্ত গরিব জনগণকে জীবিকা ও জমির লড়াইয়ে যুক্ত কর।" ঐ মিছিল জেলা প্রশাসনের টনক নড়িয়ে দেয় এবং জেলাশাসক জেলার ১৪টি ব্লকের সমস্ত আধিকারিকদের এক জরুরী বৈঠক ডাকে এবং জমি সংক্রান্ত সমস্ত বিবাদ, বিশেষ করে ৪৮ ডি এবং ই ধারা সম্পর্কিত বিবাদগুলো অবিলম্বে নিষ্পত্তি করার নির্দেশ দেয়—যেমন, সমস্ত ভূমিহীন পরিবারকে ৩ শতক করে জমি বণ্টন করতে হবে এবং বণ্টিত জমির দখলদারী নিশ্চিত করতে হবে। কিন্তু স্থানীয় সামন্ত শক্তিসমূহের চাপে প্রশাসন ঐ আদেশ বলবৎ করতে পারে না।

পূর্ণিয়ায় চাষবাস বেশীরভাগটাই ভাগচাষীদের দ্বারা সম্পন্ন হয়ে থাকে। কিন্তু জেলা প্রশাসনের সহায়তায় এবং আদালতের স্থগিতাদেশের সাহায্যে জমিদাররা যে জমিতে চাষীরা বহুবছর ধরে চাষ করে আসছিল সেখান থেকে তাদের উচ্ছেদ করে চলেছে এবং এমনকি তাদের জমির ফসল ধ্বংস করে দিচ্ছে।

সরকারি আইন মোতাবেক সিক্‌মি ভাগচাষীরা যদি কোন জমি গত ১২ বছর ধরে চাষ করে থাকে তবে তার উপর তার দখলীস্বত্ব জন্মায়। কিন্তু জমিদাররা ও প্রশাসন বিভ্রান্তিমূলক প্রচার চালায় যে যদি কোন সিক্‌মি ভাগচাষী মারা যায় তবে দখলীস্বত্ব খারিজ হয়ে যায়, আর সেকারণে ভাগচাষীদের উচ্ছেদ করা হচ্ছে।

অনেকগুলো ঘটনায় জাল আঙ্গুলের ছাপ লাগিয়ে দাবি করা হচ্ছে যে ভাগচাষীর জমি

কমরেড লালন সিং-এর নেতৃত্বে পঞ্চায়েতে হাজির হয়। এই জমায়েতের সম্মুখীন হয়ে আগ্নেয়াস্ত্র সজ্জিত অপরাধী ও গুণ্ডারা দূরে চলে যায় এবং রাইফেলধারী পুলিশরা কিছুটা দূরত্বে অবস্থান করে। পঞ্চায়েতে পার্টির উপস্থিতি শক্তিশালী প্রমাণিত হয়। পার্টি প্রতিনিধিরা প্রশাসনের কাছে স্পষ্ট করে দেয় যে এই বিশেষ জমিটার ব্যাপারে তখনই আলোচিত হবে যখন পুরো ব্লকের সমস্ত পঞ্চায়েত ও সরকারি জমির রেকর্ড জনগণের সামনে প্রকাশ করা হবে। এক মাসের মধ্যে শিবির স্থাপন করে সিলিং বহির্ভূত জমি দরিদ্র জনগণের মধ্যে বণ্টন করতে হবে; একইভাবে সিক্‌মি বর্গাদারদের দখলীসত্ত্ব কাগজপত্র বণ্টন করতে হবে; যে সব বর্গাদাররা কৃষক ৩০ একর জমিতে ফসল বুনেছিল। গত বছর মহকুমা প্রশাসন এক আদেশের কথা বলে ফসল ধ্বংস করে দেয় এবং সমস্ত কার্ডধারীদের বিরুদ্ধে "শান্তিভঙ্গ"-এর অপরাধে মামলা দায়ের করে। কৃষকরা জনতা দল (ইউ) এবং বি এস পি-র ঘনিষ্ঠ ছিল। এই বছর এক ক্ষমতাবান জে ডি (ইউ) মুখিয়া ঐ জমি গোপনে লিজ নিয়ে নেয় এবং কার্ডধারীদের উৎখাত করতে শুরু করে। এবার তারা আমাদের পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ করে।

২০ মার্চ ঐ জে ডি (ইউ) মুখিয়া কার্ডধারীদের বোনা ফসল কেটে নেয়, ফসল তখনো পাকেনি। ক্রুদ্ধ জনগণ ঐ মুখিয়ার লিজে নেওয়া জমির ফসল কেটে নেয়। মুখিয়ার যেসব গুণ্ডারা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বিষ্ণুপুর চকে এক জনসভায় অংশগ্রহণ করে। সভায় বক্তব্য রাখেন পার্টির জেলা সম্পাদক পঙ্কজ কুমার সিং, লালন সিং এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

২০ এপ্রিল ভবানী ব্লকের কাতাইয়া গ্রামে পুরাতন সামন্তি বাদাহারি এস্টেটের সিলিং বহির্ভূত ৩৫ একর জমিতে ঝাণ্ডা পোঁতার জন্য পার্টির দুজন নেত্রী আন্দোলন পরিচালনা করেন। ঐ জমিতে চাষ করে মুগ ডাল বোনা হয়। জমি হারানোর ভয়ে ভীত সামন্ত শক্তিদের প্ররোচনায় পুলিশ সি পি আই (এম এল)-এর কিছু সদস্যের বিরুদ্ধে মামলা করে।

অন্যান্য আরও কিছু পঞ্চায়েতেও সিলিং বহির্ভূত জমি পুনর্বণ্টনের জন্য অনুরূপ লড়াই চলছে। কাচাহারি বালুয়া পঞ্চায়েতে ২১ একর সিলিং বহির্ভূত জমি যা স্থানীয় জনগণ পুনর্বণ্টনের আশায় ছিল তা এক জমিদারকে বিক্রয় করে দেওয়া হয়। যখন তারা (জমিদাররা) ঐ জমি চাষ করতে আসে জনগণ তাতে বাধা দেয়, জমি দখলে রাখে এবং এমনকি কিছু ঘরও বানিয়ে ফেলে। ঐ ঘরগুলো একবার পুড়িয়ে দেওয়া হয় কিন্তু জনগণ পুনরায় তা খাড়া করে দেয়। এরকম সময় জনগণ আমাদের পার্টির সংস্পর্শে আসে। পার্টির সংগঠিত প্রচেষ্টায় পুলিশ এখনো পর্যন্ত কোন দমনপীড়ন চালানো থেকে বিরত আছে।

ঐ একই পঞ্চায়েতের পোখারিয়া টোলায় সি পি আই (এম এল)-এর ১৫ মার্চের সভায় যোগ দেওয়ার অপরাধে ১৬ মার্চ চার মহাদলিত পরিবারের বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হয়। পুলিশ এফ আই আর নথিভুক্ত করতে অস্বীকার করে। ১৭ মার্চ স্থানীয় পার্টি কমরেডদের উদ্যোগে বহু সংখ্যক জনগণ তীর ধনুকে সজ্জিত হয়ে থানা ঘেরাও করে এবং পুলিশকে

নীতীশ সরকারের দ্বিচারিতার বিরুদ্ধে বিহার জুড়ে সি পি আই (এম এল)-এর ধিক্কার দিবস

বিহারে ফরবেশগঞ্জে পুলিশের গুলি চালনার ঘটনায় এবং ভাইয়ারাম যাদব ও ছোট্টু কুশওয়ার রাজনৈতিক হত্যাকান্ডে সি বি আই তদন্তের লাগাতার দাবির ক্ষেত্রে চূড়ান্ত সংবেদনহীনতা, বিচারপতি আমীর দাস কমিশন তুলে দেওয়া অথচ রণবীর সেনার মুখিয়া ব্রহ্মেশ্বর সিং নিহত হওয়ার ক্ষেত্রে সি বি আই তদন্তের আদেশ দেওয়ার বিরুদ্ধে সি পি আই (এম এল) গত ৮ জুন রাজধানী পাটনা সহ সমগ্র বিহার জুড়ে মিছিল ও পথসভার মধ্য দিয়ে ধিক্কার দিবস পালন করে। এইসমস্ত মিছিল ও সভা-সমাবেশের মাধ্যমে সর্বত্রই সি পি আই (এম এল) কর্মীরা রণবীর সেনার পান্ডা ব্রহ্মেশ্বর সিং নিহত হওয়ার ঘটনায় নীতীশ সরকারের সি বি আই তদন্তের নির্দেশ দেওয়ার পক্ষপাতপূর্ণ আচরণের বিরুদ্ধে ক্রোধে ফেটে পড়েন। অন্যদিকে নীতীশ সরকার বাথানিটোলা গণহত্যায় অভিযুক্ত ও সাজাপ্রাপ্তদের সকলকেই যে পাটনা হাইকোর্ট বেকসুর খালাস দিয়ে দিল তার বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে রিভিউ পিটিশন দাখিল করার প্রশ্নে অনীহাই দেখাচ্ছে।

করা হচ্ছে।

অনেকগুলো ঘটনায় জাল আঙ্গুলের ছাপ লাগিয়ে দাবি করা হচ্ছে যে ভাগচাষীর জমি অন্যজনকে হস্তান্তরিত করা হয়েছে।

আর একটি বড় বিষয় হল, ৫০ বছরেরও বেশী সময় ধরে রায়তী জমি, সরকারি জমি ও সরকারের হাতে ন্যস্ত জমিতে বসবাসকারী গরিব জনগণ তার বাস্তুভিটার আইনি অধিকার পাচ্ছে না। আইন বলছে রায়তী জমিতে ১২ বছর ধরে বসবাস করলে তাকে সর্বোচ্চ ১২ শতক বাস্তু জমি দিতে হবে। এছাড়াও, সরকার ঘোষণা করেছে যে সমস্ত ভূমিহীন গরিবদের বসবাসের কোন জমি নেই তারা ৩ শতক করে বাস্তুজমি পাবে। গরিব জনগণের দাবি হল, যে জমিতে তারা ইতিমধ্যেই বসবাস করে আসছে সেই জমিই তাদের নামে দেওয়া হোক যাতে তারা সরকারি সুযোগ সুবিধাগুলো থেকে উপকৃত হতে পারে।

সাম্প্রতিক কিছু লড়াইয়ের খবরাখবর

বাধারা কোথি ব্লকের মৈখন্দ গ্রামে অপরাধী ও গুণ্ডারা জনসাধারণের ব্যবহারের নাম করে বহুদিন ধরে ৫ একর জমি দখল করে রেখেছিল। গত ১৮ মার্চ সি পি আই (এম এল)-এর নেতৃত্বে জনগণ ঐ জমি উদ্ধার করার জন্য জমিতে ঝাণ্ডা পুঁতে দেয়। আন্দোলন চলাকালীন এক দারোগা এক স্থানীয় নেতার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করলে জনগণ তাকে পেটায় এবং ক্ষমা চাইতে বাধ্য করে। তীর ধনুকে সশস্ত্র জনগণের বিশাল উপস্থিতির কারণে পুলিশ দমনপীড়ন নামিয়ে আনার সাহস পায়নি।

২১ মার্চ প্রশাসন জমি বিবাদ মেটানোর জন্য এক পঞ্চায়েত সভার আয়োজন করে। বহুসংখ্যক মানুষ তীর ধনুক ও প্রচলিত ঘরোয়া অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে জেলা কমিটির নেতা

অন্যদিকে নীতীশ সরকার বাথানিটোলা গণহত্যায় অভিযুক্ত ও সাজাপ্রাপ্তদের সকলকেই যে পাটনা হাইকোর্ট বেকসুর খালাস দিয়ে দিল তার বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে রিভিউ পিটিশন দাখিল করার প্রশ্নে অনীহাই দেখাচ্ছে।

ধিক্কার কর্মসূচী চলাকালীন বহু জায়গাতেই সামন্তী-সাম্প্রদায়িক-দুর্বৃত্ত শক্তিগুলোর মদতদাতা নীতীশ কুমারের কুশপুতুল দাহ করা হয়। পাটনায় রেডিও স্টেশন চত্বর থেকে "ধিক্কার" মিছিল বের হয়ে বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে আবার ঐ স্টেশন এলাকাতেই ফিরে এসে এক প্রতিবাদ সভায় পরিণত হয়। মিছিলে নেতৃত্ব দেন পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি সদস্য কমরেড সরোজ চৌবে সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। বক্তারা সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, ভাইয়ারাম যাদব ও ছোট্টু কুশওয়ার হত্যাকান্ডের পর থেকে সি পি আই (এম এল) সহ হাজার হাজার জনগণ অনবরত সি বি আই তদন্তের দাবি জানিয়ে আসছে, তার জন্য কখনই কোনও হিংসাশ্রয়ী তান্ডব দেখায়নি যা কিনা ব্রহ্মেশ্বর সিং-এর হত্যার পরে রণবীর সেনা দেখিয়েছে। তা সত্বেও নীতীশ সরকার ব্রহ্মেশ্বর হত্যায় সি বি আই তদন্তের আদেশ দিয়ে দিল। বক্তারা আরও বলেন, নীতীশ কুমার হচ্ছেন বিহারে সামন্ত-সাম্প্রদায়িক- দুর্বৃত্তদের মুখোশ এবং তার আমলে দলিত-গরিব-সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে অন্যায়-অবিচার চলছে অবিরামভাবেই। এর বিরুদ্ধে সি পি আই (এম এল) তাই পাল্টা ন্যায়ের জন্য ধর্মযুদ্ধ চালিয়ে যাবেই।

ধিক্কার মিছিল সংগঠিত হয় আরোয়াল, ভোজপুর, সিওয়ান, ঔরঙ্গাবাদ, জাহানাবাদ, ভাবুয়া, মুজফফরপুর, দারভাঙ্গা, পূর্ণিয়া, নালন্দা, ভাগলপুর, ফতুয়া, মাসাউরি, ফুলওয়ারী ও অন্যান্য জেলায়। ঔরঙ্গাবাদে ধিক্কার কর্মসূচী নেওয়া হয় হাসপুরা, দাউদনগর, ওবরা ও অন্যত্র। ভোজপুরে কর্মসূচী চলে আরা, জগদীশপুর, সাহার, তরারী, বিহিয়া, চরপোখরী ও অন্যান্য জায়গায়।

১২ বছরের বেশী সময় ধরে ভাগ চাষ করে আসছেন তাদের ৪৮ ধারায় নাম নথিভুক্ত করতে হবে এবং ১২ বছরের বেশী সময় ধরে বসবাসকারী দরিদ্র পরিবারকে ১২ শতক করে জমির দখলীসত্ত্বের কাগজপত্র দিতে হবে। প্রশাসন এই দাবিগুলো মেনে নিতে বাধ্য হয়।

যদিও প্রশাসন এখনও এই সমস্ত দাবিগুলো কার্যকরি করেনি, তবে এই লড়াই ঐসব অপরাধী ও গুণ্ডাদের সম্পর্কে জনগণের ভীতিকে ভেঙে দিয়েছে এবং ৫টি গ্রামের ভূমিহীন গরিব ও বর্গাদারদের মনোবল ও সক্রিয়তা বৃদ্ধি করেছে।

ধামাদহ ব্লকের কুকরাওন ১ নং গ্রামে ওরাওঁ (আদিবাসী) পাড়ার ৩০ জন সবুজ কার্ডধারী জনগণকে আক্রমণ করেছিল তারা পেটাই খায়। তখন রুপাউলির জে ডি (ইউ) বিধায়কের স্বামী কুখ্যাত অপরাধী ও ভবানীপুর ব্লক প্রমুখ অওধেশ মণ্ডল এক বড় পুলিশবাহিনী ও গুণ্ডাবাহিনী নিয়ে আসে জনগণের ওপর আক্রমণ চালানোর জন্য। কিন্তু তীর-ধনুকধারী বিশাল সংখ্যক জনতাকে দেখে গুণ্ডারা পালিয়ে যায়, আর পুলিশবাহিনীও পিছু হটে। ঐ একই দিনে যখন অওধেশ মণ্ডল তার গুণ্ডাদের নিয়ে বিষ্ণুপুরে এক গরিব সিক্কি বর্গাদারের দখলে থাকা জমি দখলের জন্য এক নব্য ধনী জমিদারকে সাহায্য করতে আসে তখন স্থানীয় জনগণ প্রচলিত ঘরোয়া অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ঐ গুণ্ডাদের আক্রমণ করে ও তাদের পালিয়ে যেতে বাধ্য করে।

৬ এপ্রিল ৫০০-র বেশী জনগণ প্রচলিত

করে। ১৭ মার্চ স্থানীয় পার্টি কমরেডদের উদ্যোগে বহু সংখ্যক জনগণ তীর ধনুকে সজ্জিত হয়ে থানা ঘেরাও করে এবং পুলিশকে হামলাবাজদের বিরুদ্ধে এফ আই আর নথিভুক্ত করতে বাধ্য করে।

বনমান্‌খি ব্লকের বহরা পঞ্চায়েতের গোপালনগর দলিত বস্তিতে জনগণ ৯ একর সরকারের হাতে ন্যস্ত জমিতে ঝাণ্ডা পুঁতে দেয়। স্থানীয় ফড়ে-দালাল, জমিদার, পুলিশ ও প্রশাসন ভয় দেখানো সহ তলে তলে নানা ধরনের পন্থা অবলম্বন করে জনগণকে উৎখাত করার চেষ্টা চালায়। ৫ এপ্রিল, বনমান্‌খির প্রাদনগরে সি পি আই (এম এল) এক জনসভা করেন যার ফলে জনগণের মধ্যে লড়াইয়ের মনোবল বৃদ্ধি পেয়েছে।

সি পি আই (এম এল) পূর্ণিয়া জেলায় চলমান জমির লড়াইকে বিস্তার ঘটানোর ও সংহতকরণের জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। মে মাসে এক "জমির অধিকার ন্যায়যাত্রা" পূর্ণিয়ায় শুরু হয়েছে, সেখানে পার্টি সারা জেলা জুড়ে ব্যাপক প্রচারাভিযান ও প্রতিবাদের কর্মসূচী চালিয়ে যাচ্ছে।

সি পি আই (এম-এল)
কেন্দ্রীয় মুখপত্র (মাসিক)

"লিবারেশন" গ্রাহক হোন

গ্রাহক মূল্য বার্ষিক ১০০ টাকা।

"আজকের দেশব্রতী" সম্পাদকমণ্ডলী

অনিমেষ চক্রবর্তী, সুকান্ত মণ্ডল, অতনু চক্রবর্তী
জয়দীপ মিত্র, অমিত দাশগুপ্ত,
সৌভিক ঘোষাল ও কল্যাণ গোস্বামী

ফেসবুকে পি সাইনাথের পাতা থেকে

রাষ্ট্রের মাথাদের 'কৃচ্ছ্রসাধন' কর্পোরেট কুবেরদের 'কীর্তিস্থাপন'

গ্রামীণ ভারতে দৈনিক ২২.৫০ টাকা খরচ করলে তাকে পরিকল্পনা কমিশন গরিব বলে বিবেচনা করবে না সেখানে দেশের ডেপুটি চেয়ারম্যানের গতবছর মে-অক্টোবর বিদেশী সফরের দৈনিক খরচ গড়ে ২.০২ লক্ষ টাকা!

প্রণব মুখার্জীর সাড়া জাগানো কৃচ্ছ্রসাধনের আহ্বান জাতীয় অশ্রুনালীতে টান মেরেছে। প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং অতীতে অনুরূপ আবেদন রেখেছেন এবং তার লোকজনদের তা সৃজনশীলভাবে পালন করতে দেখেছেন। অর্থমন্ত্রক এমন কি ডঃ সিং-এর ২০০৯-এর আহ্বান অনুসারে (ইকনমি ক্লাসে বিমানযাত্রা, ব্যয় সংকোচন) কাজ চালিয়ে যাচ্ছে, আর আমরা সেই মহান অনুসন্ধানের চতুর্থ বছরে রয়েছি।

অবশ্য বিভিন্ন ধরনের কৃচ্ছ্রসাধন আছে। আমরা বেছে নিয়েছি পরিকল্পনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান মন্টেক সিং অহলুওয়ালিয়ার চর্যার ধরণটিকে। কৃচ্ছ্রসাধনের প্রতি অহলুওয়ালিয়ার প্রতিশ্রুতিকে কেউ চ্যালেঞ্জ জানাতে পারবে না। লক্ষ্য করবেন কিভাবে তিনি কোন অর্থবহ দারিদ্রসীমার জনপ্রিয় দাবির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। জনতাকে কোনরূপ তোষণ করা নয়। শহরাঞ্চলে দৈনিক ২৯ টাকা এবং গ্রামাঞ্চলে দৈনিক ২৩ টাকা খরচ করতে পারলে তুমি আর গরিব নও। তিনি এমনকি সুপ্রীম কোর্টের কাছে আর্জি জানিয়েছেন তার কোটি কোটি সহ-নাগরিকদের ওপর অনুরূপ একটি কঠোর কৃচ্ছ্রতাকে চাপিয়ে দেওয়ার জন্য। পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক দাখিল করা এক হলফনামায় শহরে (ভাগ্যিস মন্টেক সেই সময় কৃচ্ছ্রসাধন অনুশীলন করেছিলেন, অন্যথায় ভাবুন ঐ খরচ কত হতে পারত!)। তাঁর মত অনুযায়ী, যে খরচে গ্রামাঞ্চলে একজন ভালভাবে বাঁচতে পারে সেই নির্ধারিত সীমা ৪৫ সেন্টস্-এর তুলনায় ৯০০০ গুণ বেশী অথবা শহরের ৫৫ সেন্টস্ তুলনায় ৭০০০ গুণেরও বেশী ছিল তাঁর দৈনিক খরচ।

এখন এই ১৮ দিনে ৩৬ লক্ষ টাকা বা (৭২০০০ ডলার) তার এই যে খরচ, সেটা সেই বছর বিশ্ব পর্যটন শিল্পকে চাঙ্গা করার জন্য তাঁর ব্যক্তিগত অবদান হতে পারে! সর্বোপরি, যেমনটি রাষ্ট্রসংঘের বিশ্ব পর্যটন উন্নয়ন সংস্থা উল্লেখ করেছে যে, ঐ শিল্প ২০১০ সালে তখনও ২০০৮-০৯ সালের মন্দার প্রকোপ কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল। রাষ্ট্রসংঘের ঐ সংস্থা অপরদিকে লক্ষ্য করেছে ২০১১ সালে বিশ্ব পর্যটন আয় ১ ট্রিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গিয়েছে। সর্ববৃহৎ আয় বৃদ্ধি ঘটেছে ইউ এস এবং ইউরোপে (যেখানে ঐ ১৮ দিন অতিবাহিত করা হয়েছিল)। ভারতীয় জনগণ ঐ উন্নতিতে তাদের অর্থের বিনীত ভূমিকা পালনে উল্লাসবোধ করতে পারেন যদিও দেশে তারা কৃচ্ছ্রসাধন দহনে পীড়িত।

শ্যামলাল যাদবের আর টি আই-এর পরিসংখ্যান বেশ মজাদার। শুরুতে, তাঁর অনুসন্ধান বলছে ডঃ অহলুওয়ালিয়া ৭ বছরের কার্যকালে ৪২ বার সরকারিভাবে বিদেশ সফর করেছেন এবং ২৭৪ দিন বিদেশে কাটিয়েছেন, অর্থাৎ "প্রতি ৯ দিনে একদিন" বিদেশে থেকেছেন। যাত্রার দিনগুলো বাদ দিয়েই। ইণ্ডিয়া টুডে-র রিপোর্টে

কৃষক আন্দোলনে উত্তাল হুগলীর গোস্বামী-মালিপাড়া

পাট্টার দাবিতে বিডিও-র কাছে বিক্ষোভ-ডেপুটেশনে পোলবা-দাদপুরে পথ অবরোধ।। আলোকচিত্র ঃ সজল দে।

গত ৮ জুন ছিল রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ও হুগলীর সাংসদ রত্না দে নাগের 'নিজ গৃহ, নিজ ভূমি' প্রকল্পে পাট্টাদান অনুষ্ঠান—হুগলীর আলিনগরে। এর জন্য নির্দিষ্ট জমি গোস্বামী-মালিপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতে তালচিনান-সানিহাটী মৌজায়। স্বভাবতই জমি চিহ্নিতকরণের পর সি পি আই (এম এল) পরিচালিত পঞ্চায়েত প্রধানের সুপারিশে জমা পড়েছিল সংশ্লিষ্ট মৌজার ৬০ জন ভূমিহীন কৃষকের নামের তালিকা, পার্টির স্থানীয় কমিটির উদ্যোগে। কিন্তু পঞ্চায়েতের মতামতকে উপেক্ষা করে, সংশ্লিষ্ট মৌজার এই ভূমিহীন আবেদনকারীদের আবেদনকে উপেক্ষা করে তৃণমূল নেতারা বি এল এণ্ড এল আর ও-র সহযোগিতায় প্রস্তুত করে অন্য তালিকা। এই তালিকায় অগ্রাধিকার পায় দূরবর্তী বালিকুথাড়ি বিরুদ্ধে মন্ত্রীর অনুষ্ঠানের আগে বিক্ষোভ প্রদর্শন, রাস্তা অবরোধের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে পার্টির স্থানীয় কমিটি। ৭ জুন পোলবা-দাদপুর বিডিওকে প্রতিবাদপত্র সহ বিক্ষোভ জানানো হয়। জানিয়ে দেওয়া হয় পরদিনের বিক্ষোভ কর্মসূচীর কথা।

৮ জুন সকাল ৮টার মধ্যেই সেনেট বাজারে হাজির হয় বিশাল পুলিশ বাহিনী—গুড়াপ, দাদপুর, পোলবা, ধনেখালি থানার অফিসার সহ একজন ম্যাজিস্ট্রেট ও মহিলা পুলিশ। সন্ত্রাস ছড়ানো হয় এলাকা জুড়ে। এই ব্যাপক পুলিশী সন্ত্রাসকে উপেক্ষা করে ১০টার মধ্যে সমবেত হন পাঁচ শতাধিক বিক্ষোভকারী, মহিলারাই ছিলেন সংখ্যায় ১৫০/২০০। মিছিল রূপান্তরিত হয় পথ অবরোধে। পিছু হটে পুলিশবাহিনী। দুঘন্টা অবরোধের পর রাস্তার পাশে সংগঠিত হয় প্রতিবাদ সভা। তৃণমূলী

আর্জি জানিয়েছেন তার কোটি কোটি সহ-নাগরিকদের ওপর অনুরূপ একটি কঠোর কৃচ্ছ্রতাকে চাপিয়ে দেওয়ার জন্য। পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক দাখিল করা এক হলফনামায় শহরে দৈনিক ৩২ টাকা ও গ্রামাঞ্চলে ২৬ টাকার মাপকাঠিকে সমর্থন জানানো হয়েছে। তখন থেকেই এই পদ্মবিভূষণধারী ও তার কিছু সহকর্মীবৃন্দ ঐ মাপকাঠিকে আরও নামিয়ে দেওয়ার জন্য গোঁ ধরে রয়েছেন।

আর টি আই

(তথ্য জানার অধিকার) অনুসন্ধান

ডঃ অহলুওয়ালিয়া যে নিজেই কৃচ্ছ্রসাধন অনুশীলন করে থাকেন তা দুটি আর টি আই অনুসন্ধানের তথ্য থেকে জানা যাচ্ছে। দুটিই আর টি আই ভিত্তিক সাংবাদিকতার উৎকৃষ্ট উদাহরণ, কিন্তু তা ততটা দৃষ্টি আকর্ষণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। উভয়েই তার কৃচ্ছ্রসাধনের অঙ্গব্যবচ্ছেদ করেছেন। এটি প্রকাশিত হয়েছে ইণ্ডিয়া টুডে ম্যাগাজিনে শ্যামলাল যাদবের লেখায়, যার মধ্যে ডঃ অহলুওয়ালিয়ার জুন ২০০৪ থেকে জানুয়ারী ২০১১ পর্যন্ত বিদেশ সফর নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই সাংবাদিক (এখন ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেসের সাথে যুক্ত) অতীতেও আর টি আই সংক্রান্ত ঘটনাবলী নিয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন। অপরটি এবছরের ফেব্রুয়ারী মাসে দি স্টেটসম্যান নিউজ এজেন্সির রিপোর্টে প্রকাশিত (সাংবাদিকের নাম অজানা)। এই রিপোর্টে ডঃ অহলুওয়ালিয়ার মে-অক্টোবর ২০১১-এর বিদেশ সফরগুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ঐ সময়ে তিনি চারটি সফর করেন—মোট ১৮ দিন। তাতে সরকারি কোষাগারের খরচ হয়েছে ৩৬,৪০,১৪০ টাকা—গড়ে দৈনিক ২.০২ লক্ষ টাকা। (এস এস এস রিপোর্ট)।

যে সময়ে এই ঘটনা ঘটেছিল তখন ঐ ২.০২ লক্ষ টাকার মূল্য ছিল দৈনিক ৪০০০ ডলার ৪২ বার সরকারিভাবে বিদেশ সফর করেছেন এবং ২৭৪ দিন বিদেশে কাটিয়েছেন, অর্থাৎ "প্রতি ৯ দিনে একদিন" বিদেশে থেকেছেন। যাত্রার দিনগুলো বাদ দিয়েই। ইণ্ডিয়া টুডে-র রিপোর্টে জানা যাচ্ছে যে, তাঁর সফর বাবদ সরকারি কোষাগারের খরচ হয়েছে ২.৩৪ কোটি টাকা। তবে, তাতে উল্লেখ করা হয়েছে যে তাঁরা এই সফরের তিনটি মাত্র খরচের হিসাব পেয়েছেন এবং তার মধ্যে সবচেয়ে কমটাই তাঁরা গ্রহণ করেছেন। ইণ্ডিয়া টুডে-র রিপোর্টে এও বলা হয়েছে যে, "এটা স্পষ্ট নয় যে ঐ খরচের মধ্যে ঐসব দেশে ভারতীয় দুতাবাস কর্তৃক লিমোজিন ভাড়া করার মত অতিরিক্ত বিভিন্ন খরচগুলো ধরা হয়েছে কি না। প্রকৃত খরচ আরও অনেক বেশীই হতে পারে।"

যদিও মিঃ অহলুওয়ালিয়া যে পদে আসিন রয়েছেন তাতে এত বেশী বিদেশ সফরের প্রয়োজন নেই—তথাপি এসবই করা হয়েছে "প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদন নিয়েই"—এটাই ধাঁধাঁর বিষয়। তাঁর ৪২টি সফরের মধ্যে ২৩টি ছিল আমেরিকায়, যে দেশ আদৌ যোজনায় বিশ্বাস করে না (পরন্তু সম্ভবত ডঃ অহলুওয়ালিয়াও করেন না)—এটা আরও ধাঁধাঁর বিষয়। তাহলে এই সফরগুলো কিসের জন্য ছিল? কৃচ্ছ্রসাধনের বিষয়ে বিশ্বব্যাপী সচেতনাতার প্রসারের জন্য? যদি তা হয় তাহলে তো আমাদের আরও বেশী বেশী করে তাঁর সফরের জন্য খরচ করতে হবে। বিক্ষোভরত গ্রীকবাসীদের দিকে তাকিয়ে দেখুন যারা এথেন্সের রাস্তায় রাস্তায় এই উদ্দেশ্যটাকেই নির্মূল করছে। আর, আরও বেশী খরচ করতে হবে তাঁর (অহলুওয়ালিয়ার) আমেরিকা সফরের জন্য যেখানে উচ্চবিত্তদের কৃচ্ছ্রসাধন চিত্তাকর্ষক। ঐ দেশে এমনকি ২০০৮ সালে যে বছর ওয়ালস্ট্রীট বিশ্ব অর্থনীতিকে ডুবিয়ে দিয়েছে, সি ই ও-রা বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার বোনাস ঘরে নিয়ে গিয়েছে, ঐ বছর এমনকি আমেরিকার অতি ধনীদের মিডিয়া জার্নালে লেখা হয়েছে যে সি ই ও-রা তাদের কোম্পানী, চাকুরি ও আরও বহু কিছু ধবংস করেছে এবং তা থেকে ব্যক্তিগত আখের গুছিয়েছে। বহুসংখ্যক বন্ধকী বাড়ি খালাস করার অধিকার হারানো ব্যক্তি সহ লক্ষ লক্ষ আমেরিকাবাসী এক ভিন্ন ধরনের কৃচ্ছ্রসাধন প্রত্যক্ষ করেছে। যে ধরণটাকে ফরাসীরা ক্রমশই ভয় পাচ্ছে এবং তার বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছে।

২০০৯ সালে যখন ডঃ সিং কৃচ্ছ্রসাধনের আহ্বান জানান তখন তার মন্ত্রীসভা ভালভাবেই তাতে সায় দিয়েছিল। প্রত্যেক সদস্য প্রতি মাসে গড়ে তাদের সম্পদে মোটামুটি এক মিলিয়নেরও বেশী করে টাকা যোগ করে যাচ্ছিল ২৭ মাস ধরে। এটা ছিল এযাবৎকাল মন্ত্রী হিসাবে তাদের কঠোর পরিশ্রমের পরিচয় ("কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা ফুলে ফেঁপে উঠছে", —দি হিন্দু, ২১ সেপ্টেম্বর ২০১১)। সেই সময়কালে প্রফুল্ল প্যাটেল প্রতি ২৪ ঘন্টায় গড়ে অর্ধ মিলিয়ন টাকা করে তার নিজস্ব সম্পদে বৃদ্ধি ঘটিয়েছেন। সেই সময় তার অধীনস্থ দপ্তর এয়ার ইণ্ডিয়ার কর্মীদের বেতনের জন্য কয়েক সপ্তাহ ধরে লড়াই চালাতে হয়েছিল। এখন প্রণববাবুর হুলিয়া জারিতে আরও কৃচ্ছ্রসাধনের ধুম পড়ে যাবে।

এই কৃচ্ছ্রসাধনের দ্বিপাক্ষিক তেজটা লক্ষ্য করুন ঃ গত কয়েক বছরে প্রফুল্ল প্যাটেল (ইউ পি এ-এন সি পি) এবং নীতীন গড়করি (এন ডি এ-বিজেপি) দুটি সবচেয়ে ব্যয়বহুল বিবাহ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন—যেখানে

ভূমিহীন আবেদনকারীদের আবেদনকে উপেক্ষা করে তৃণমূল নেতারা বি এল এণ্ড এল আর ও-র সহযোগিতায় প্রস্তুত করে অন্য তালিকা। এই তালিকায় অগ্রাধিকার পায় দূরবর্তী বালিকুথাড়ি মৌজার কৃষকরা। এছাড়াও সংশ্লিষ্ট মৌজার এমন বেশকিছু কৃষককে এই পাট্টা দেওয়া হয় যারা নিজ গৃহ ও নিজ ভূমির মালিক এমনকি পেনশনভোগী।

এই সরকারি বেনিয়ম, তৃণমূলী স্বজনপোষণের শতাধিক বিক্ষোভকারী, মহিলারাই ছিলেন সংখ্যায় ১৫০/২০০। মিছিল রূপান্তরিত হয় পথ অবরোধে। পিছু হটে পুলিশবাহিনী। দুঘন্টা অবরোধের পর রাস্তার পাশে সংগঠিত হয় প্রতিবাদ সভা। তৃণমূলী স্বজনপোষণ ও সরকারি পাট্টা প্রদানে বেনিয়মের বিরুদ্ধে এই গণজমায়েত এলাকা জুড়ে তৈরী করেছে বিশেষ জনমত। বৃহত্তর আন্দোলনের প্রস্তুতি চলছে।

সংখ্যাগতভাবে আই পি এল-এর ফাইনাল খেলায় উপস্থিত দর্শকদের থেকেও বেশী অতিথি সমাগম হয়েছিল। প্রসঙ্গত লিঙ্গ সমতাও লক্ষ্যণীয়। একদিকে প্রফুল্ল প্যাটেলের মেয়ের, অন্যদিকে শ্রী গড়করির ছেলের বিবাহনুষ্ঠান।

তাঁদের কর্পোরেট সমকক্ষরা একে আরও এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন। মুকেশ আম্বানির ২৭ তলা ফ্ল্যাট (আসলে উচ্চতায় ৫০ তলারও বেশী) স্মরণীয়কালের মধ্যে সবথেকে ব্যয়বহুল বাসস্থান। আর বিজয় মাল্য কিংফিশারে যার কর্মচারীরা বেতনের জন্য লড়াই চালাচ্ছেন—তিনি ৫ মে ট্যুইটারে লেখেন ঃ "দুবাইয়ে বুর্জ খালিফা হোটেলের ১২৩ তলার আবহাওয়ায় নৈশাভোজ করাটা আমার জীবনে এত উচ্চতায় কখনো হয়নি, এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা।" এই মুহূর্তে কিংফিশার যে উচ্চতায় উড়ছে তার থেকে মালিক মাল্যর এই কীর্তিস্থাপন অবশ্যই অধিকতর উচ্চতা বৈকি। উভয়েই আই পি এল টীমের মালিক। যে সংস্থা সরকারি ভর্তুকিও পেয়েছে (উদাহরণস্বরূপ প্রমোদকর মকুব) অবশ্য যতক্ষণ না বিষয়টি মুম্বাই হাইকোর্টে গিয়ে পৌঁছেছে। আই পি এলের সাথে যুক্ত এরকম আরও সরকারি মদতপ্রাপ্ত কৃচ্ছ্রসাধনের নমুনা আছে—নজর রাখবেন।

- পি সাইনাথ

(শিরোনাম আমাদের ঃ সম্পাদকমণ্ডলী)

সি পি আই (এম-এল) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে মুদ্রক ও প্রকাশক কার্তিক পাল কর্তৃক ক্যালকাটা গ্রাফিক প্রাইভেট লিমিটেড, ৩এ মানিকতলা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট, উল্টোডাঙ্গা, কলকাতা - ৫৪ হইতে মুদ্রিত ও ২১/১/১ ক্রীক রো, কলকাতা-১৪ হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক ঃ অনিমেষ চক্রবর্তী। ₹ ২ ফোন এবং ফ্যাক্স ঃ ২২৬৫ ১৬৭৯ e-mail : cpimlwb@yahoo.com//deshabrati@gmail.com